মঙ্গল পাণ্ডে
একটি অবিচারের কাহিনি

ম নী ষা

উৎসর্গ

দেশের সম্মান বাঁচাতে
বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে
যেসব সিপাহী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে
এই গ্রন্থ অর্পিত হল।

সূচিপত্র

হুগলি নদীর এপারে চানক-বারাকপুর, ওপারে শ্রীরামপুর।

স্বাধীনতার ৫৮ বছর পর বারাকপুরে বসল মঙ্গল পাণ্ডের আবক্ষ মূর্তি

ছবি— সৌজন্য : বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ভূমিকা

বারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ে গত বছর একটি পাক্ষিক সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করি। সম্প্রতি দেশ জুড়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। বিতর্ক উঠছে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে। বিভ্রান্তি বাড়ছে তাঁর বিচারকে কেন্দ্র করে। ৬ এপ্রিল ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডের বিচার শুরু হয়। মঙ্গল পাণ্ডের বিচার শুরু হওয়ার আগেও ৩০ মার্চ ১৮৫৭ বিশেষ আদালত বসেছে বারাকপুরে এবং সাক্ষীদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। কোর্ট মার্শালের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে জব্বলপুর সামরিক মিউজিয়ামে। আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের উৎস হল 'Appendix to Papers relative to the Mutinies in the East India, Enclosures in Nos. 7 to 19 presented to both houses of Parliament by command Her Majesty.'।

স্বধর্ম রক্ষার জন্য মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ শুরু করলেও পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডে কি তার ঐতিহাসিক মূল্য পেয়েছে? দু'বছর বাদে মহাবিদ্রোহের দেড়শো বছর পূর্ণ হবে। তিনি কিন্তু অনেকটাই উপেক্ষিত। এই গ্রন্থে কিছু তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যা থেকে বোঝা যাবে বিদ্রোহের সময় থেকে মঙ্গল পাণ্ডের প্রতি অবিচার অব্যাহত।

এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থাগার এবং বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি। সাংবাদিক কৈলাশনাথ দাস মঙ্গল পাণ্ডের বিচারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। 'ধর্মযুগ' পত্রিকায় মঙ্গ ল পাণ্ডের উপর প্রকাশিত কিছু তথ্য তিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। ড. সুপ্রিয় মুন্সী গ্রন্থটি লেখার জন্য সর্বদাই প্রেরণা দিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মঙ্গল পাণ্ডে ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাঁর যথাযথ স্থান লাভ করলে এবং আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করলে খুশি হব।

কানাইপদ রায়

ফান্ ডেন্ ব্রোকের নক্শা (১৬৬০খ্রীঃ) (↓) নির্দেশক স্থানগুলি আরোপিত

■ চানক-বারাকপুরের কথা

"মূলাযোড় ইচ্ছাপুর সশস্ত্র চানক
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়রঞ্জক"

বারাকপুরের পূর্বনাম চানক। ১৪৯৫ সালে বিপ্রদাস পিপিলাই রচিত 'মনসাবিজয়' কাব্যগ্রন্থে প্রথম 'চানক' নামটি পাওয়া যায়। ফানডেন ব্রোকের ১৬৬০ সালের নক্শায় 'চানক'-এর অবস্থান দেখানো হয়েছে। ১৮৫৭ সালে এখানে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। তাই দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনী' কাব্যে চানককে 'সশস্ত্র চানক' বলে উল্লেখ করেছেন।

লর্ড ওয়েলেসলির বারাকপুর খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি বারাকপুরকে ইংল্যান্ডের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। লাটদের থাকার জন্য লাটভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলেন। একই সঙ্গে এক সুন্দর পার্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিলেন। তবে ওয়েলেসলির বেশিদিন এ দেশে থাকা হল না। বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের নির্দেশে ১৮০৪ সাল নাগাদ তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়। তবে বারাকপুরের সেজে ওঠার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি। সুন্দর চওড়া রাস্তা, রাস্তার দুধারে মূল্যবান গাছ, চিড়িয়াখানা বারাকপুরকে আকর্ষণীয় করে তুলল।

লর্ড হার্ডিঞ্জ বারাকপুর খুব ভালবাসতেন। কখনও এক নাগাড়ে অনেক দিন কাটিয়ে যেতেন। একবার তাঁর বোট দুর্ঘটনায় পড়ে। তারপর তৈরি হল প্রকাণ্ড এক বোট। নাম দেওয়া হল 'এক্সপ্রেস মেরি'। এই বোটেই তিনি বারাকপুরে আসতে শুরু করেন। লর্ড কারমাইকেলেরও বারাকপুর ভীষণ ভাল লেগেছিল। তিনি বর্ষার সময় বারাকপুর আসতে ভালবাসতেন। আসার আগে পার্কের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হত। গাছের ডালপালা ছেঁটে দেওয়া হত, যাতে রোদ আসতে পারে। এখানে এসে তিনি গল্ফ খেলতে খুব ভালবাসতেন। লর্ড অকল্যান্ড এবং তার বোনেরা পার্কে একটা পক্ষিশালা চালু করেছিলেন। চীন থেকে আনা সোনালী রঙের কিছু পাখি সেখানে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লর্ড কার্জন শুরু করেছিলেন এক গোলাপবাগান। এই বাগানে বিদেশ থেকেও বিভিন্ন রঙের গোলাপ এনে লাগানো হয়েছিল। লর্ড মিন্টোরও গোলাপের প্রতি ছিল আকর্ষণ। লেডি মিন্টোর হাতের স্পর্শে এই বাগান আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। গোলাপ বাগানের নাম দেওয়া হয়েছিল 'কার্জন-মিন্টো গোলাপবাগান'। পার্কের পাশে রাস্তার দু'ধারে মেহগিনি গাছ সহ মূল্যবান সব গাছ আজও পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রায়সাহেব এ সি পালকে এক চিঠিতে লেডি মিন্টো লিখেছেন— "সেখানে আমরা যে আনন্দের দিনগুলি কাটিয়েছিলাম তা মনে করতে বেশ ভাল লাগছে।

আপনার পরিচর্যায় বাগান কত সুন্দর হয়ে উঠেছিল তা ভাবতেও আনন্দ পাচ্ছি। আবহাওয়া ভাল থাকলে এখানে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে থাকি, যেমন দাঁড়াতাম বারাকপুরে। কিন্তু বারাকপুরের সেই সূর্যোদয় দেখার আনন্দ এখানে নেই।"
হাইডন এন্ড, গোলাডমিং, মার্চ ২৬, ১৯৩২ (লেডি মিন্টো)

লেডি কারমাইকেলও রায়সাহেবকে চিঠিতে লেখেন— "আপনার চিত্তাকর্ষক বইটি পড়ে মনে পড়ছে সেইসব পুরনো দিনের কথা, যখন কলকাতা থেকে বা ক্লান্তিকর কাজ সেরে সেই মনোরম জায়গায় ফিরে এসে বিশ্রাম নিতাম। সেই জায়গা আবার দেখতে ইচ্ছা করছে। এই গ্রীষ্মে মিন্টোতে লেডি মিন্টোর বাগান দেখতে প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। বারাকপুরে যেমনভাবে গোলাপবাগান সাজিয়েছিলেন ঠিক সেভাবেই মিন্টোর বাগান এখানে সাজানো হয়েছে।"
১৩, পোর্টম্যান স্ট্রিট, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ লেডি কারমাইকেল

১৭৫৭ সালে সিরাজউদৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে ক্লাইভ ২৪ পরগণার জায়গির লাভ করেন। তিনি ঠিক করলেন মাদ্রাজ থেকে ক্ষমতা ফোর্ট উইলিয়ামে স্থানান্তরিত করবেন। তাঁর নির্দেশে বারাকপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৫ সালে। এটি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ক্যান্টনমেন্ট।

হান্টার সাহেব লিখেছেন ১৭৭২ সালেই এখানে সৈন্যদল উপস্থিত হয়। ১৮৬৯ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে যে লোক গণনা করা হয় তাতে দেখা যায় বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে তখন লোকসংখ্যা ছিল ৮,৬৪৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫,৭৩০ জন আর নারী ২,৯১৪ জন। সে সময় এর আয়তন ছিল ৮৮৯ একর। ১৮৭২ সালে সাধারণ জনগণনায় দেখা যায় ক্যান্টনমেন্টে মোট হিন্দুর সংখ্যা ৪,৯৫২ জন। এর মধ্যে— পুরুষ ৩,২০৪ জন; নারী ১,৭৪৫ জন। মুসলমান জনসংখ্যা মোট ৩,৫৪৮ জন। এর মধ্যে— পুরুষ ১,৯৮৭ জন; নারী ১,৫৬১ জন। মোট খ্রিস্টান জনসংখ্যা ১,০৬৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৭৬৬ জন, নারী ২৯৭ জন। অন্যান্য পুরুষ ২১ জন ও নারী ৭ জন— মোট ২৮ জন। ক্যান্টনমেন্টে ১৭৭৩ সালে ১ মার্চ ইউরোপীয় এবং দেশীয় মিলে ১৩২৩জন সেনা ছিল।[১]

১. "English: 2 batteries of Royal Artillery, consisting of 15 officers and 253 non-commisioned officers and men; detachment of 62d Foot, consisting of 3 officers and 142 non-commissioned officers and men. Total strength of English troops, 18 officers and 395 non-commissioned officers and rank and file. Native troops : deatachment of Governor-General's Bodyguard, I Native officer and 12 non-commissioned officers and men; detachment of 1st Bengal Cavalry, I European and 3 Native officers, and 101 non-commissioned officers and rank and file; headquarters 10th Native Infantry, 4 English and 4 Native officers and 232 non-commissioned officers and men; 27th Native Infantry, 7 English, 13 Native officers, 532 rank and file. Total Native troops, 12 English, 21 Native officers, 877 non-commissioned officers and men. Total of all ranks, European and Native, 1323." (A Statistical Account of Bengal— 24pgs — Hunter– Govt. of W.B.

লর্ড ক্লাইভ— যাঁর নির্দেশে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হয়
(সৌজন্য : দ্য অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া— ভি. এস. স্মিথ)

ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড তৈরি হলে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে নির্দেশ আসে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের হেডকোয়ার্টার হবে এখানে। সেই মতো কমান্ডার-ইন-চিফ-এর থাকার জন্য জায়গাও কেনা হয়। তবে পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলি সেই জায়গায় লাটভবন ও পার্ক গড়ে তোলার জন্য ক্রয় করেন এবং কমান্ডার-ইন-চিফকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করেন।

ক্যান্টনমেন্টের কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে ব্যারাক, বাজার, বিভিন্ন বাংলো। গোরাদের বাজার করবার জন্য গড়ে ওঠে সদরবাজার এবং আর্দালি বাজার। আর এই দুই বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল কিছু মহল। আসলে এগুলি ছিল কিছু মহল্লা অর্থাৎ অঞ্চল। গোরাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হত এই সব মহল থেকে।

সদর বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল— আলিগোল মহল, কুঁজরা মহল, গোলা মহল, ছপ্পর মহল, বাকার মহল, বাজাজ মহল, মরিয়ম মহল, মুচি মহল, মুটিয়া মহল এবং মুরগি মহল। প্রধানত গোরাদের বাজারের জন্যই এটি স্থাপিত হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় কিন্তু বর্তমান স্থানে বাজার বসত না। বারাকপুর কোর্টের কাছে এই বাজার বসত ভোর চারটে থেকে। গোরারা বাজার করার পর অন্যরা বাজার করতে পারত। মাছ, মাংস পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বিক্রির জন্য ছাড়পত্র পেত না।

আর্দালি বাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল—টিকিয়া মহল, লকড়ি মহল, লোটারী মহল এবং সব্জি মহল। এই মহলগুলোর নাম থেকে স্পষ্ট যে, এইসব মহলের লোকজন বিশেষ বিশেষ পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল।

পার্কে ছিল খড়-পাতা ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট কিছু ঘর। সেগুলি ক্রমে বাংলোতে পরিণত হল। মতিঝিলের পাশে ছিল ব্যান্ড মাস্টারের বাংলো। ফ্লাগ স্টাফ হাউস লর্ড কার্মাইকেলের সময় পর্যন্ত ছিল প্রাইভেট সেক্রেটারিদের রিসোর্ট। এটি তৈরি হয়েছিল ১৮২৮ সালে। প্রথমে বাংলো নং-১ এবং ২ তৈরি হয় ১৮৬৪ সাল নাগাদ রাজ প্রতিনিধিদের অতিথিদের থাকবার জন্য। ৩নং বাংলো 'হনিমুন' নামে পরিচিত ছিল। নতুন দম্পতিদের সময় কাটানোর প্রিয় বাংলো ছিল এটি। রাজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে যেসব মহিলারা আসতেন তাদের দেখভালের জন্য যেসব আয়া আসত তাদের জন্য গড়ে উঠেছিল 'আয়া বাংলো'। ৪নং রিভারসাইড রোডের বাংলোয় একসময় থাকতেন স্যার জন শোর।

১৮০৪ সালে গড়ে উঠল চিড়িয়াখানা। লর্ড ওয়েলেসলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে নানারকমের জীবজন্তু নিয়ে আসেন। ওয়েলেসলি তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও ভ্রমণকারী স্যার ফানিস বুকানন হ্যামিলটনকে বারাকপুর চিড়িয়াখানার দায়িত্ব দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক এখানে হাতির পিঠে ঘুরতেন। লেডি ইডেন চিড়িয়াখানাকে সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা করেছিলেন।

■ বারাকপুরে ১৮২৪ সালে সিপাহী বিদ্রোহ[১]

১৮২৪ সালে ১৩ অক্টোবর ব্রহ্মদেশে সেনাপাঠাবার জন্য নির্দেশ আসে বারাকপুর সেনা ছাউনীতে। ৪৭নং বাহিনী যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে। প্রথমে ঠিক হয় সিপাহীদের জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হবে। এর ফলে দেখা দেয় অসন্তোষ। সে সময় সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল কালাপানি পার হলে তাঁদের জাতধর্ম নষ্ট হবে। তাই তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যুদ্ধে যাবে না কিছুতেই। কর্ণেল কার্টরাইট যিনি ছিলেন ৪৭ নং রেজিমেন্টের সর্বাধিনায়ক, সিপাহীদের যানবাহন যোগাড় করে চট্টগ্রাম রওনা হবার জন্য বোঝালেন। সিপাহীরা তাঁদের অভিযোগ জানাল— বলদ গাড়ির ব্যবস্থা করতে হবে কোম্পানিকে তাদের খরচা বহন করতে হবে, পিঠে মালপত্র বহন করার জন্য থলে কেনার সময় ২টাকা কেটে নেওয়া হয়েছিল, তা নেওয়া চলবে না। অবস্থা জটিল বুঝে টাকা মঞ্জুর করা হল। এরপর দাবি উঠল বলদ গাড়ি চালাবার জন্য বলদ দিতে হবে ইত্যাদি। যদিও সিপাহীরা জাত-ধর্ম নষ্ট হবার জন্য নানা অজুহাত তুলে ধরছিল, এটা ঘটনা যে দেশীয় সৈন্যদের ইংরেজ সৈন্যের চেয়ে মাইনে ছিল কম, আবার সেই মাইনে থেকে উর্দি কেনা ছাড়া আরও বিস্তর খরচ করতে হত। ৩০ অক্টোবর কমান্ডার ইন চিফ ঘোষণা করেন ১ নভেম্বর ৪৭নং বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে রহনা হবে। কিন্তু ৩০ অক্টোবর প্যারেডের সময় ৪৭নং রেজিমেন্ট রীতিমতো বিদ্রোহ করল। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ৪৭ নং বাহিনীর সিপাহী বিন্দি তেওয়ারি। ডবল বাটা না দিলে কিছুতেই তারা ব্রহ্ম দেশে যাবে না। বারাকপুরে তখন রাজ্যপাল থাকতেন। তাঁকে ঘটনা জানানো হলে তিনি জেনারেল ডলজেলকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিন ব্যাটেলিয়ান সেনা যোগাড় করা হল। এক ব্যাটেলিয়ান রাখা হল ক্যান্টনমেন্টের উত্তরে পলতার কাছাকাছি। দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান রাখা হল হুগলি নদীর তীরে রাজ ভবনের কাছে। আর তৃতীয় বাহিনীকে মতায়োন করা হল বেস হাসপাতালের কাছে।

১ নভেম্বর সিপাহীদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের জন্য অনুসন্ধান কোর্ট বসে ঠিক হল ২ ঘণ্টা অন্তর পেট্রোলে বেরনো হবে, অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ড অফিসারকে জানাতে হবে। পরপর দুদিন এভাবে চলার পর ২ নভেম্বর ইংরেজ সেনা সুপরিকল্পিত ভাবে দেশীয় সিপাহীদের ঘিরে রেখে প্রতি আক্রমণ চালায়। অনেক দেশীয় সিপাহী মারা যায়। কোর্টমার্শালে ১২ জনের ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু বিন্দি গা ঢাকা দেওযায় ফাঁসি হয় ১১ জনের। বিন্দিকে ধরার জন্য ১০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ৭ নভেম্বর গভীর রাতে বিন্দি সবার অলক্ষ্যে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে ঢুকে পরে তার বন্ধুকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বের হওয়ার সময় ইংরেজ সিপাহীদের হাতে ধরা পরে। কোর্টমার্শালে ফাঁসির হুকুম হল ১০ নভেম্বর। লোহার চেন দিয়ে হাত পা বেঁধে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল বিন্দিকে। বেশ কিছু দিন তার শবদেহ ক্যান্টনমেন্টের জলট্যাঙ্কের কাছে অশ্বত্থগাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। ৪৭নং রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল। সিপাহীদের কাছে বিন্দি তেওয়ারি পূজা পেয়ে আসছে 'বিন্দিবাবা' হিসাবে।[২]
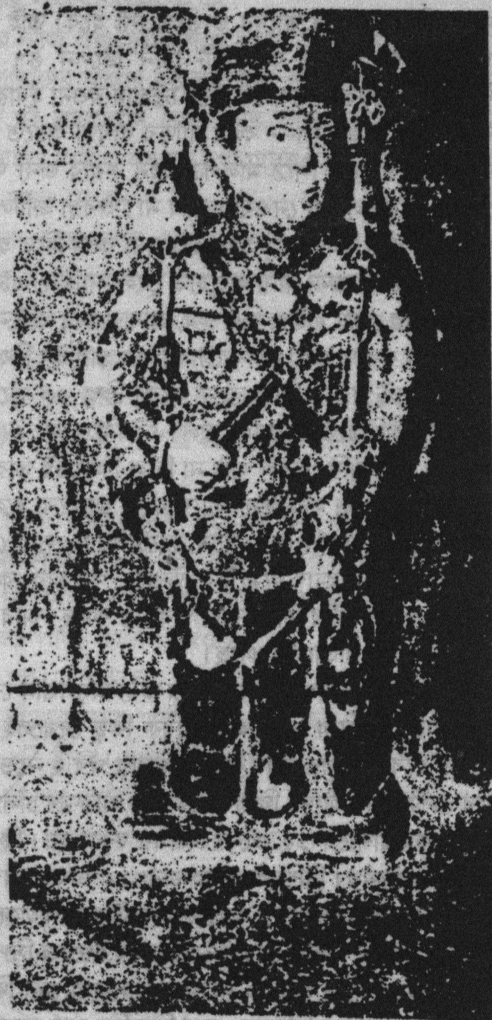
সিপাহী বিন্দি তেওয়ারি যে রূপে পূজিত

■ চানক প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথ বসু

"চানক, ইহার অপর নাম বারাকপুর। এই নগরটি ২৪ পরগণার অন্তর্গত এবং কলিকাতা হইতে ৭।।. ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষাংশ ২২°৪৫'৪৪" উঃ দ্রাঘিমাংশ ৮৮°২৩'২৫" পূঃ। ইহার নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত। এখানে একটি সেনানিবাস আছে, এজন্য ইংরাজেরা ইহার নাম বারাকপুর রাখিয়াছে। এখানে ই বি স্টেট্ রেলওয়ের একটি স্টেশন হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, জব চার্ণক এই স্থানে সংস্থাপন করেন। তাঁহার নামের অপভ্রংশে চানক নাম হইয়াছে। কিন্তু কর্ণেল ইউল (Yule) সাহেব প্রাচীন পত্রাদি দেখিয়া স্থির করিয়াছে যে এই প্রবাদটীর মধ্যে কোন সত্য নাই। চার্ণক সাহেবের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে এই স্থানটি অচাণক বা চাণক নামে অভিহিত হইত। ইহার লোকসংখ্যা ৩৫৬৪৭। তন্মধ্যে ২৬১৫৭ হিন্দু, ৮৫১২ মুসলমান এবং ৯৭৮ অন্যান্য জাতি। সেনানিবাসে দক্ষিণ দিকে একটি মনোহর উদ্যান আছে। তাহা বারাকপুর পার্ক নামে অভিহিত। ইহার ভিতর একটি উৎকৃষ্ট প্রাসাদ আছে। ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো সাহেবের সময় তাহা নির্ম্মিত হয়। এবং পরে মারকুইস অব হেস্টিংস ইহাকে পরিবর্ধিত করেন। অবকাশ পাইলে বড় লাট চিত্তবিনোদনার্থ বারাকপুরে আসিয়া এই গৃহে অবস্থিতি করেন। এই উদ্যানটির ভিতর লেডি ক্যানিংয়ের কবর আছে। এখানে তিনবার সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। প্রথমবার ১৮২৪ খ্রিঃ ঘটে। ব্রহ্মদেশের সময় ৪৭ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক যুদ্ধের জন্য সমুদ্র পথে যাইতে অস্বীকার করেন। এবং বলে যে দ্বিগুণ ভাতা না পাইলে তাহারা পদব্রজে যাইতে প্রস্তুত নহে, দ্বিতীয়বার উক্ত বৎসরের শেষভাগে আরেকদল সিপাহী যুদ্ধযাত্রা করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহারা যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নদী অভিমুখে গমন করিলে পর ইংরাজ সৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কতকগুলিকে গুলি দ্বারা বধ করে। কতকগুলি ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিল। এবং অবশিষ্ঠ সৈন্যগণ পলায়ন করিতে গিয়া জলমগ্ন হইল। তৃতীয়বার শেষ বিদ্রোহ ১৮৫৭ খ্রিঃ ঘটিয়াছিল। এই বৎসরের প্রারম্ভে হিন্দু সিপাহীদিগের মধ্যে একিট কথা উঠিল যে, বন্দুকের টোটায় গরুর চর্ব্বি দিয়া ইংরাজগণ তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য অভিসন্ধি করিয়াছেন। একথা যে, অমূলক তাহা বুঝাইবার জন্য সেনাধ্যক্ষগণ অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। পরে এই বিদ্রোহী সিপাহীগণ গৃহে অগ্নি দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে মঙ্গলপাঁড়ে নামে একটি সিপাহী একজন সেনাধ্যক্ষের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। পরে মঙ্গলপাঁড়ে ও সেই দলের অধ্যক্ষের ফাঁসি হয়।"

চানক বারাকপুরের সীমানা কতটা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট নক্শা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন কাব্য, ফান ডেন ব্রোকের নক্শা প্রভৃতি থেকে বলা যায় মণিরামপুরের পর থেকে বুড়নিয়ার দেশ অর্থাৎ টিটাগড়ের সীমানা স্পর্শ করে পূর্ব দিকে রেললাইন অতিক্রম করে তালপুকুরের কিছুটা অঞ্চল আনন্দপুরী হয়ে চন্দনপুকুরকে স্পর্শ করেছে। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটার পর ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪টি পরগণার উপঢৌকন দেয়। এদের মধ্যে কলকাতা ছিল অন্যতম। চানক বারাকপুর কলকাতা পরগণারই অন্তর্গত। এ অঞ্চলের দলিলে কলকাতা পরগণার উল্লেখ পাওয়া যায়।

■ সিপাহী বিদ্রোহে বহরমপুর

বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৭ সালে। পলাশীর যুদ্ধের পরে বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরির জন্য জায়গা নির্বাচিত করা হয়। ১৭৫৭ সালে অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়ার (ইঞ্জিনিয়ার) বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরির জন্য 'The Berhampore plain' নামে একটি প্রস্তাব পাঠান মিস্টার ড্রেককে। ১৭৫৮ সালে জানুয়ারি মাসে 'বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্'কে বহরমপুরে কেন ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হবে সে বিষয়ে চিঠি লেখা হয়। বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ সে প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বুঝতে পারে বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট খুবই জরুরি। তা না হলে নবাবকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না। মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের পরে এই বিষয়টিকে তারা বেশি গুরুত্ব দেয়। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক আগের বছর সিরাজউদ্দৌলা কাশিমবাজারে একটি ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে দেন। বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরির পিছনে এটিও ছিল কারণ। কাশিমবাজার বহরমপুরের উত্তর-পূর্বে দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ব্যবসার জন্য একসময় বিখ্যাত ছিল কাশিমবাজার।

মিরজাফর বহরমপুরে ক্যান্টনমেন্ট তৈরির জন্য ৪০০ বিঘা জমি দেন (ব্রহ্মপুর মৌজা জে. এল. নং-৬৪)। প্রস্তাবিত জায়গায় ১৭৬৭ সালে গড়ে ওঠে বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট। বহরমপুর হল মুর্শিদাবাদ জেলার সদর কার্যালয়। ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত। প্রায় দু'বছর লেগেছিল এই ক্যান্টনমেন্ট তৈরি করতে। প্রচুর টাকা খরচ হয়েছিল। খরচের পরিমাণ ছিল £ ৩,০২,২৭০। বহরমপুর ক্যান্টমেন্টের বহু পুরনো ব্যারাক আজও বর্তমান। সেখানে ব্যারাক অঞ্চল বর্তমানে 'স্কোয়ারফিল্ড' অঞ্চল নামে পরিচিত। প্রথমে তিনটি দোতলা ব্যারাক নির্মিত হয়। ব্যারাক নম্বর-১ (২৮২২০ স্কোয়ার ফুট) বর্তমানে টেক্সটাইল কলেজ অঞ্চল। ব্যারাক নম্বর-২ (২৮৩৫২ স্কোয়ার ফুট) বর্তমানে রেজিস্ট্রি অফিস। ব্যারাক নম্বর-৩ (২৮২২০ স্কোয়ার ফুট) বর্তমানে পুরনো জেলাশাসকের অফিস। লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়ারেন হেস্টিংস এখানকার দক্ষিণ দিকের ব্যারাকে থাকতেন— যেগুলি বর্তমানে জেলাশাসকের বাসস্থান এবং কিছুটা সার্কিট হাউসের অন্তর্গত। ক্লাইভের বাসস্থান 'Yellow House' নামে পরিচিত ছিল। তখনকার মিলিটারি হাসপাতাল আজকের জেলখানা। ১৮৭০ সাল পর্যন্ত বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট স্থায়ি হয়েছিল। এখন এটি পুরসভার অন্তর্গত।

■ বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টেই ১৮৫৭ সালে শুরু হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ

ফেব্রুয়ারির মাসের গোড়ায় এক ব্রাহ্মণ হাবিলদার ১৯ নং দেশীয় বাহিনীর কমান্ডে থাকা কর্নেল মিচেলের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সরকার গরু আর শুয়োরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহার করতে সিপাহীদের বাধ্য করছে কিনা। কর্নেল মিচেল তাকে প্রশ্ন করল— সে কি এসব কথা বিশ্বাস করে? ব্রাহ্মণ হাবিলদার সেসব কথা বিশ্বাস করে না বলে জানালো। ২৪ ফেব্রুয়ারি বারাকপুরের ৩৪ নং দেশীয় বাহিনীর একদল সিপাহী বহরমপুরে পৌঁছুলে সেখানকার ১৯ নং বাহিনীর সিপাহীরা চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ বিষয়ে বারাকপুরের সিপাহীদের কাছে থেকে খবর সংগ্রহ করে। ঘটনা যে

সত্য তা জানতে পেরে বহরমপুরের সিপাহীদের ভয় আরও বেড়ে গেল।

"২৫ ফেব্রুয়ারি কর্নেল মিচেল ১৯তম বাহিনীর সিপাহীদের এনফিল্ড রাইফেল এবং কার্তুজ ব্যবহার শুরু করতে নির্দেশ দিয়ে নিজ অফিসে চলে গেলেন। কিন্তু তারা কিছুতেই ঐ কার্তুজ ব্যবহার করবে না বলে জানিয়ে দিল। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, ইংরেজ সরকার তাদের ধর্ম ও জাতি বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করেছে। তাই তারা বিদ্রোহ শুরু করল এবং কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করল। তাদের নিকট উপস্থিত লেঃ জে. এফ. ম্যাকান্ডু পরিস্থিতি সম্পর্কে কর্নেল মিচলেকে গিয়ে অবগত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ কর্নেল ফিরে এলেন সিপাহীদের কাছে। তিনি তাদের কড়া ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, কার্তুজ না নিলে তাদের ভীষণ শাস্তি পেতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সিপাহীরা যদি কার্তুজ না নেয় তাহলে তাদের কালাপানি পার করে ব্রহ্মদেশ বা চীনে পাঠানো হবে। এরপর সিপাহীরা প্রকাশ্য বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারির রাত ১০টার সময় সিপাহীরা সোজা চলে যান ম্যাগাজিনে এবং অস্ত্রাগার ভেঙে জোর করে তারা ম্যাগাজিনের সব বন্দুক তুলে নেন। তারপর বন্দুকে গুলি পুরে সব সিপাহী সোজা লাইনের সামনে দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। সিপাহীদের চিৎকার এবং গোলমালে ব্যারাকের সাহেব বাসিন্দাদের ঘুম ভেঙে যায়। কর্নেল মিচেলেরও ঘুম ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মিচেল সাহেব ব্যারাকের গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রস্তুত করে বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করার জন্য অগ্রসর হন। তিনি অগ্রসর হয়ে দেখেন ৯০০-এরও বেশী বিদ্রোহী সিপাহী গুলি ভর্তি বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহী সিপাহীরা এত উত্তেজিত ছিল যে, তাদের মধ্যে কয়েকজন মিচেলকে সাবধান করে দিলেন এবং ঘোষণা করলেন, তিনি যদি আর এক পাও এগোন তাহলে তারা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দেবেন। কর্নেল মিচেল তারপর ১৯তম বাহিনীর সুবাদার মেজর মুরাদা বখ্স ও অন্যান্য দেশীয় অফিসারদের ডেকে বললেন যে, এ ধরনের বিদ্রোহ কঠোরভাবে দমন করা দরকার। কিন্তু এই দেশীয় অফিসারা মিচেল সাহেবকে বিদ্রোহীদের প্রতি হিংসাত্মক হয়ে উঠতে নিষেধ করলেন এবং তাঁকে সাবধান করে দিলেন যে, তাঁর অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী সরিয়ে না নিলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। মিচলে নিজেও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন এবং অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী প্রত্যাহার করে নিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা বন্দুক থেকে গুলি বের করে নিয়ে নিজ নিজ বন্দুক অস্ত্রাগারে ফেরত দিয়ে দিলেন। এভাবে বিদ্রোহী সিপাহীরা শান্ত হলেন এবং রক্তপাত এড়ানো সম্ভব হল।.... গভঃ জেনালের-ইন-কাউন্সিল ১৯তম পদাতিক বাহিনীকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বাহিনীর সেনাদের বারাকপুরের সেনাছাউনিতে নিয়ে যাওয়া হল তারপর বন্দুক ও কামান দিয়ে ঘিরে রেখে তাদের বরখাস্ত করা হল এবং সেনা পোশাক ছিনিয়ে নেওয়া হল।" [১]

■ **মঙ্গল পাণ্ডের পরিচয় ও বংশতালিকা**

মঙ্গল পাণ্ডের জন্ম উত্তর প্রদেশের নগওয়া গ্রামে*। তার বিচারের সময় সাক্ষী ক্যাপ্টেন ড্রুরির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ৭.৪.১৮৫৭ তারিখে তাঁর বয়স ২৬ বছর ২ মাস ৭ দিন। 'ধর্মযুগ' পত্রিকায় মঙ্গল পাণ্ডের বংশতালিকা সহ যে জন্মতারিখ প্রকাশ করা হয় তা হল ১১.১২.১৮২৮। শিবনারায়ণ পাণ্ডের তিন ছেলে। তাঁদের একজন জগন্নাথ পাণ্ডে। তাঁরই পুত্র মঙ্গল পাণ্ডে। ২৩ জুন ১৮৪০ সালে উত্তর প্রদেশের ফৈজাবাদে তাঁর বিবাহ হয়।[১] স্ত্রী বিদ্যা ছিল গরিব ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। সিপাহীতে যোগ দেওয়ার পর মঙ্গল পাণ্ডের পরিচয়— সিপাহী নং ১৪৪৬, ৫ নং কোম্পানি, ৩৪নং দেশীয় পদাতিক বাহিনী।

পিটঠু নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে
সৌজন্য : ফোর্ট উইলিয়াম (সন্মার্গ সংবাদপত্রে প্রকাশিত— ২৩.১.১৯৯৭)

সম্প্রতি বালিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছে বলে সেখানে মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা চলছে।

মঙ্গল পাণ্ডের বংশতালিকা[২]
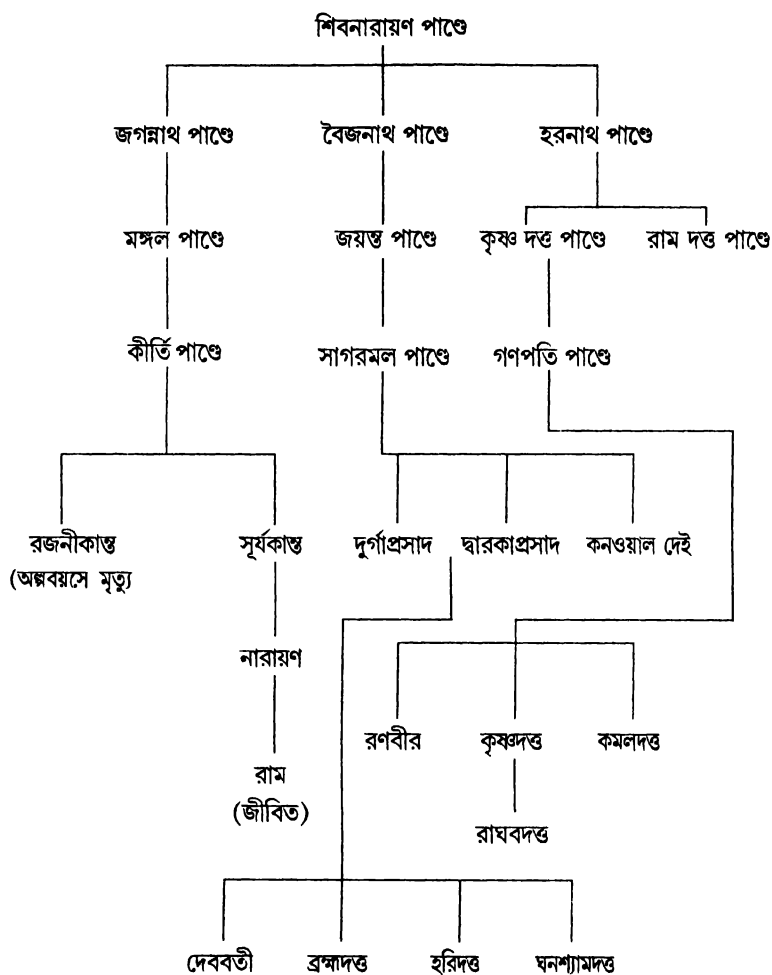
২৯ মার্চ ১৮৫৭, বারাকপুর— মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ

সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে ১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ বারাকপুরে সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শহিদ হলেন মহাবিদ্রোহের। কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে বিদ্রোহকে নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় বিদ্রূপাত্মক সম্পাদকীয় লিখেছেন, মার্কস্ যে বিদ্রোহকে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে বর্ণনা করেছেন, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যাকে 'সামরিক অভ্যুত্থান' বলেছেন, ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন, এরিখ স্টোক্স্ যে বিদ্রোহকে সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ' বলেছেন সেই বিদ্রোহের শুরুটা হয়েছিল কিভাবে?

১৮৫৭ সালে বারাকপুর ছিল ফৌজের প্রেসিডেন্সী বিভাগের হেড কোয়ার্টার। এর প্রধান ছিলেন অভিজ্ঞ অফিসার মেজর জেনারেল জন্ হিয়ার্সে। তিনি সিপাহীদের আচার ব্যবহার ভাল বুঝতেন; তাদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন; ভাল হিন্দী বলতে পারতেন। সেই সময় মাস্কেটের বদলে সিপাহীদের এন্‌ফিল্ড রাইফেল দেবার পরিকল্পনা চলছিল। এই রাইফেলে টোটা বা কার্তুজ ব্যবহার করতে হলে টোটার উপরের খোলসটি প্রথমে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে হত। কিন্তু সিপাহীদের সন্দেহ কার্তুজের উপরের খোলসটি গরু আর শুয়োরের চর্বি দিতে তৈরি। সেটি দাঁত দিয়ে কাটলে জাত যাবে। এই সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল একটি ঘটনায়। দমদম ছাউনীর এক খালাসী, এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর লোটা থেকে জল ঢেলে খেতে গেলে জাত যাবে এই ভয়ে ব্রাহ্মণ সিপাহী লোটা থেকে জল দিতে অস্বীকার করল। "জাতের বড়াই আর করতে হবে না। গরু আর শুয়োরের চর্বি দিয়ে সরকার টোটা তৈরী করছে। সেই টোটাই তোমাদের দাঁতে কেটে ব্যবহার করতে হবে"—সেই খালাসী একথা জানানো মাত্র সিপাহীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল। গুজব রটে গেল সিপাহীদের খ্রিস্টান করা হবে। সিপাহীরা উঠল তেতে। বারাকপুরের একটা টেলিগ্রাফ অফিস তারা পুড়িয়ে দেয়। ৫ ফেব্রুয়ারি গোপন বৈঠকে বসলেন সিপাহীরা। ঠিক হল তাঁরা মৃত্যু বরণ করবে, তবু জাত খোয়াবে না।

৯ ফেব্রুয়ারি হিয়ার্সে সব সিপাহীদের প্যারেডে ডেকে বোঝালেন কোন মতেই তাদের ধর্ম নষ্ট করা হবে না। কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত করে! ইতিমধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে, যদিও সেখানে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। এই সংবাদে বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনা চাপা থাকল না। ১৯ নং বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হবে ঠিক হলেও বিদ্রোহীদের বারাকপুরের দিকে মার্চ করার জন্য হুকুম করা হল। এখানকার সিপাহীরা ২১ নং বাহিনীকে এ ঘটনা জানলো এবং আরো জানলো যে, বিদ্রোহীদের শাস্তি দেবার জন্য এক রেজিমেন্ট গোরা সৈন্য আনা হয়েছে, তখন তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল সরকার বল প্রদর্শন করেই টোটা ব্যবহার করতে বাধ্য করবে। একটা আতঙ্ক ক্রমশঃ ছড়াতে লাগল, আর মুখে মুখে ঘুরতে লাগল একটা কথা 'Gora log aya'।

২৯ মার্চ ১৮৫৭ বেলা ৩টে/সাড়ে ৩টে। মঙ্গল পাণ্ডে প্যারেড গ্রাউন্ডে

কোয়াটার গার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে অন্য সিপাহীদের গোরাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার জন্য চিৎকার করে বলতে লাগলেন— "তোমরাই আমাকে পাঠিয়েছো, এখন বেরিয়ে আসছ না কেন!" ড্রামবাদক জন লুইসকে বললেন— ড্রাম বাজিয়ে সবাইকে জড়ো কর। জন সে কথা শুনল না। তাকে বকাবকি করতে লাগলেন। অন্য সিপাহীরা চুপচাপ। সার্জেন্ট মেজর হিউসন খবর পেয়ে এসে জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে হুকুম করলেন বিদ্রোহী সিপাহীকে বন্দী করার জন্য। ঈশ্বরী পাণ্ডে ছিলেন গার্ডের কমান্ডে। জমাদার সে হুকুম মানলেন না। কামানের পাশে লুকিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে হিউসনের দিকে গুলি ছুঁড়লেন। গুলি হিউসনের গায়ে লাগেনি। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরই মধ্যে হাজির হলেন লেফটেনান্ট বগ। মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়লে বগ ঘোড়াসমেত মাটিতে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েই কোমর থেকে তলোয়ার উঁচিয়ে ধরলেন। লেঃ বগ ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বললেন— ভ্যাগাবন্ডটাকে ধরছ না কেন? ঈশ্বরী পাণ্ডে তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন। মঙ্গল পাণ্ডে তলোয়ার বের করে প্রথমে হিউসনের উপর আঘাত করার চেষ্টা করলেও তলোয়ারের কোপ পড়ল বগের উপর। বগের বাঁ হাতে, নাকে আর মাথায় আঘাত লাগল। হিউসনও তলোয়ার নিয়ে ছুটে এসে মঙ্গল পাণ্ডেকে আঘাত করতে লাগলেন। মঙ্গল পাণ্ডে মাস্কেট দিয়ে হিউসনের তলোয়ারের আঘাত প্রতিহত করলেন। সার্জেন্ট মেজর হিউসনের তলোয়ার দু'টুকরো হয়ে গেল। এর মধ্যে সেখ পল্টু মঙ্গল পাণ্ডের কোমর চেপে ধরলে মঙ্গল পাণ্ডে তা ছাড়িয়ে নেন। সে সময় ইউনিফর্ম না-পরা অবস্থায় কিছু সিপাহী সেখ পল্টুকে পাথর দিয়ে আঘাত করতে থাকে। হিউসন মঙ্গল পাণ্ডের কলার চেপে ধরলে অন্য আর এক সিপাহী হীরালাল তেওয়ারি মাস্কেটের বাঁট দিয়ে হিউসনকে আঘাত করলে তিনি পড়ে যান। আর্দালি শেখ পল্টু দুই সাহেবকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে মঙ্গল পাণ্ডে আবার কামানের পাশে পজিশন করে নিলেন। কর্নেল হুইলার প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হয়েই গার্ডের কয়েকজনকে গুলি ভরে এগিয়ে যেতে আদেশ করলে জমাদার সে আদেশ অগ্রাহ্য করলেন।

ইতিমধ্যে জেনারেল হিয়ার্সে এসে পড়েন। তার সঙ্গে দুই ছেলে আর মেজর রস। তিনি জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে আদেশ করলেন বিদ্রোহীকে ধরতে। জমাদার বললেন— ওর বন্দুকে গুলি আছে, আমাদের গুলি করবে। হিয়ার্সে আবার হুকুম দিয়ে নিজেই বিদ্রোহীর দিকে অগ্রসর হলেন, তাঁর ছেলে বলল— বাবা লোকটা তোমার দিকে তাক করছে। হিয়ার্সে জানালেন— জন আমি পড়ে গেলে তুমি ও'কে খতম করে দিও। মঙ্গল পাণ্ডে শেষ পর্যন্ত বেগতিক বুঝে মাস্কেটের নল নিজের বুকে ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপলেন। আত্মহত্যা হল না। জখম হয়ে পড়ে থাকলেন। গায়ের আগুন নিভিয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। এরপর শুরু হল মঙ্গল পাণ্ডের কোর্টম্যার্শাল।

স্পেশাল কোর্ট

৩০ মার্চ ১৮৫৭, বারাকপুর

২৯ মার্চ ১৮৫৭ বিদ্রোহের দিন কি ঘটেছিল তা অনুসন্ধানের জন্য প্রথম স্পেশাল কোর্ট বসে ৩০ মার্চ ১৮৫৭, ৩৪নং রেজিমেন্টের মেস হাউসে বেলা ১১টায়। প্রেসিডেন্ট এইচ. ডব্লিউ. ম্যাথুজ, সদস্য মেজর কুক, দোভাষি লেঃ করবেটের উপস্থিতিতে কোর্টের কাজ শুরু হয়। ৩৪নং রেজিমেন্টের সর্বাধিনায়ক এস জি হুইলার তথ্যপ্রমাণ পেশ করেন।১

সাক্ষী গণেশ লালা, ৫ নং কোম্পানি, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী।

প্রসিকিউটরের প্রশ্ন

প্রঃ রেজিমেন্টে গতকাল (২৯ মার্চ) কি ঘটেছিল বল।

উঃ গতকাল আমার বাড়িতে এসে হাবিলদার গুরুবক্স সিং জানাল, মঙ্গল পাণ্ডের মাথায় কি চেপেছে জানি না। সে প্যারেড গ্রাউন্ডে মাস্কেট আর তলোয়ার নিয়ে এদিক-ওদিক করছিল। আমি হাবিলদার গোবিন্দ সিংকে বললাম— সার্জেন্ট মেজর, অ্যাডজুট্যান্ট এবং কমান্ডিং অফিসারকে খবর দিতে। ক্যাপ্টেন অ্যালেনকেও খবর দেওয়ার জন্য হাবিলদার পাঠালাম।

প্রঃ তুমি নিজে মঙ্গল পাণ্ডেকে দেখেছ?

উঃ সে আমার থেকে প্রায় ১২৫ কদম দূরে কোয়ার্টার গার্ডের কাছে পায়চারি করছিল।

প্রঃ সে কি কিছু বলছিল?

উঃ ড্রামবাদককে ড্রাম বাজানোর জন্য বলছিল। আর সবাইকে বেলা ৩টের সময় জড়ো হতে বলছিল।

প্রঃ এরপর সে কি করল?

উঃ দেখলাম ৬ নং কিংবা ৭ নং কোম্পানির দিকে মাস্কেট তাক করে গুলি চালাল। কিন্তু কার দিকে গুলি ছুঁড়ল বুঝতে পারিনি। আবার গুলি ভরে এদিক ওদিক করতে লাগল।

প্রঃ এরপর কি ঘটল?

উঃ সার্জেন্ট মেজর এসে গার্ডের জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে তার সিপাহীদের লাইনে দাঁড় করাতে বলল। তারা দাঁড়াল। একটু পরে ঘোড়ায় চেপে অ্যাডজুট্যান্টকে কোয়ার্টার গার্ডের দিকে যেতে দেখলাম। তখনই মঙ্গল পাণ্ডে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। তাঁর ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগে। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যায়। মঙ্গল পাণ্ডে তখন ৮০/১০০ গজ দূরে। অ্যাডজুট্যান্ট উঠে হাতে পিস্তল নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে গুলি

১ পরিশিষ্ট-৩
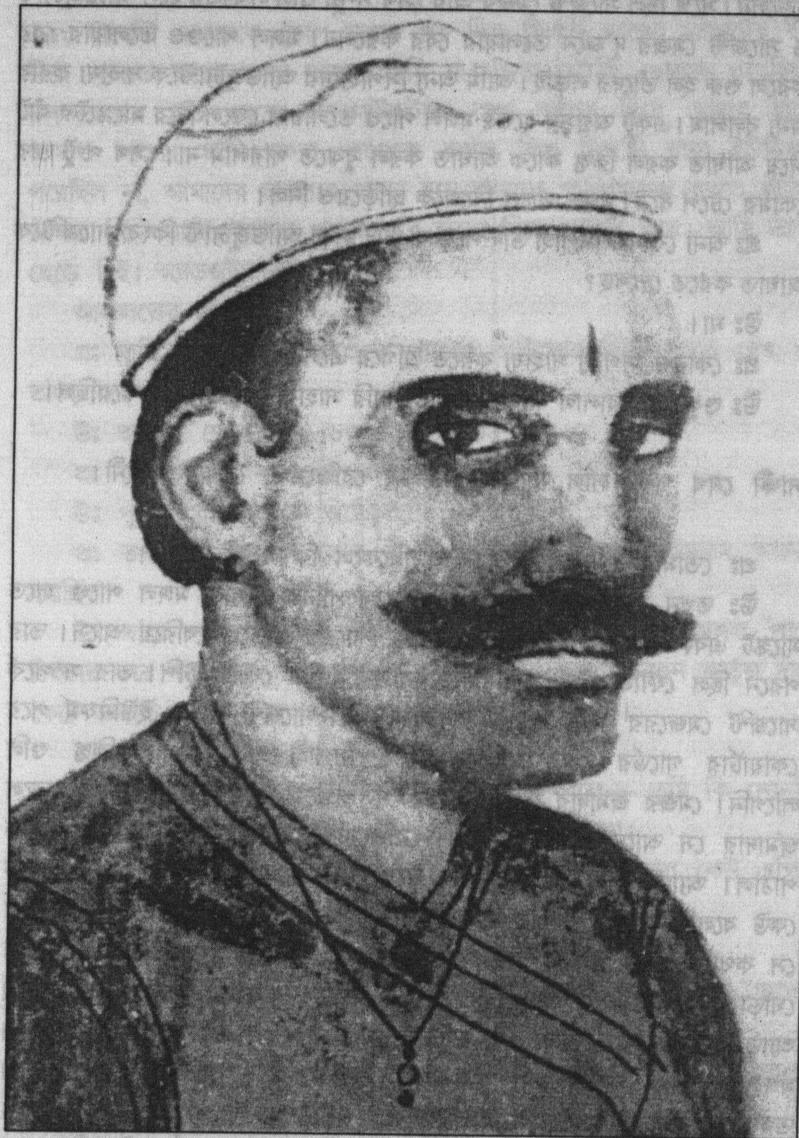
মঙ্গল পাণ্ডে

জয়পুর মিউজিয়ামে রক্ষিত এই ছবিটি এঁকেছেন 'PIM-JEE'। এই ছবিটিকে মঙ্গল পাণ্ডের অনুরূপ ছবি বলে দাবি করা হয়। 'ধরমযুগ' (সাপ্তাহিক হিন্দি) পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের যে মূর্তি হয়েছে সেটির মূর্তরূপ দেওয়া হয়েছে এই ছবিটি অবলম্বনে।

ছুঁড়লেন। সঙ্গে ছিল সার্জেন্ট মেজর আর সেখ পল্টু। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে অ্যাডজুট্যান্ট ও সার্জেন্ট মেজর দু'জনে তলোয়ার বের করলেন। মঙ্গল পাণ্ডেও তলোয়ার বের করলে শুরু হল তাঁদের লড়াই। আমি অন্য সিপাহীদের অ্যাডজুট্যান্টকে সাহায্য করার জন্য বললাম। একটু অগ্রসর হতেই মঙ্গল পাণ্ডে তলোয়ার ফেলে দিয়ে মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করল কিন্তু কাকে আঘাত করল বুঝতে পারলাম না। সেখ পল্টু তার কোমর চেপে ধরে। মঙ্গল পাণ্ডে নিজেকে ছাড়িয়েও নিল।

প্রঃ অন্য কোনও সিপাহী উর্দি পড়ে বা উর্দি ছাড়া অ্যাডজুট্যান্ট কিংবা সার্জেন্টকে আঘাত করতে দেখেছ?

উঃ না।

প্রঃ কোনও সিপাহী সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল?

উঃ শুধুমাত্র হীরালাল দীক্ষিত· বা তেওয়ারি সাহায্য করতে চেষ্টা

সাক্ষী সেখ পল্টু, লান্স নায়েক, ৩৪ নং দেশীয় বাহিনী।

প্রঃ তোমার রেজিমেন্টে গতকাল বিকেলে কি ঘটেছিল বল।

উঃ তখন সাড়ে ৩টে হবে। ৫ নং কোম্পানির সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে হাতে মাস্কেট এবং তলোয়ার নিয়ে লাইন ছেড়ে প্যারেড গ্রাউন্ডে বেরিয়ে আসে। তার পরনে ছিল ফৌজি কোট আর হ্যাভারস্যাক, মাথায় ফৌজি টুপি। তার সম্পর্কে সার্জেন্ট মেজরের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হল। সার্জেন্ট মেজর ইউনিফর্ম পরে কোয়ার্টার গার্ডের কাছে আসতেই ওই সিপাহী গুলি চালায় কিন্তু গুলি লাগেনি। মেজর জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে সিপাহীকে ধরবার জন্য আদেশ করলে জমাদার সে আদেশ অমান্য করল। রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্টের কাছে লোক পাঠাল। অ্যাডজুট্যান্ট ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘোড়ায় চেপে হাজির হল। তাকে কেউ বলেনি একজন সিপাহি মাস্কেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাডজুট্যান্টকে আমি সে কথা বলতেই মঙ্গল পাণ্ডে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। অ্যাডজুট্যান্টের ঘোড়ার গায়ে গুলি লাগল। ঘোড়া ও অ্যাটজুট্যান্ট দু'জনেই মাটিতে পড়ে যায়। অ্যাডজুট্যান্টের হাতে ছিল গুলি ভর্তি পিস্তল। প্রায় ৩০ গজ দূরে ছিল সিপাহী। মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরবার জন্য অন্য সিপাহীদের বললেও কেউ এগিয়ে এল না। তখন অ্যাডজুট্যান্ট সার্জেন্ট মেজরকে সঙ্গে নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। অ্যাডজুট্যান্ট গুলি চালাল, কিন্তু তার গায়ে লাগেনি। সিপাহী তখন তাঁদের দিকে তলোয়ার নিয়ে ছুটে যায়। অ্যাডজুট্যান্টের মুখে আর বাঁ হাতে কোপ মারল। সার্জেন্ট মেজরও তার তলোয়ার বের করল। কিন্তু সিপাহী অ্যাডজুট্যান্ট এবং সার্জেন্ট মেজরকে মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দেয়।

এরপর সাক্ষী আগের বিবৃতি কিছুটা সংশোধন করে বলল— অ্যাডজুট্যান্ট এবং সার্জেন্ট মেজরকে কোপ মারার পর কিছু সিপাহী তাদের মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। আমি তাদের চিনি না। তারা ফৌজি পোষাক পরেছিল। মঙ্গলপাণ্ডের হাত থেকে অ্যাডর্জুট্যান্টকে রক্ষা করতে গিয়ে আমার হাতে আঘাত লাগে। আমি মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরলে কিছু সিপাহী যারা ইউনিফর্ম পরেছিল না, আমাদের চারধারে জড়ো হয়ে আমাকে গালিগালাজ করতে থাকে। আমার পিঠে মারে। মাথায় পাথর আর জুতো দিয়ে আঘাত করে। আমি তাকে ছেড়ে দিই। অ্যাডজুট্যান্টও চলে যায়।

আদালতের প্রশ্ন :

প্রঃ তুমি যখন মঙ্গল পাণ্ডেকে প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে যেতে দেখ সে তখন কত দূরে ছিল?

উঃ আমার থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে।

প্রঃ সে চিৎকার করে কি বলছিল?

উঃ পুরো রেজিমেন্টকে জড়ো হতে বলছিল।

প্রঃ তখন কি অনেক লোক উপস্থিত হয়েছিল? তারা কিরকম আচরণ করছিল।

উঃ যারা লাইনে দাঁড়িয়েছিল তারা সবাই ছিল চুপচাপ। মঙ্গল পাণ্ডে চিৎকার করে বলছিল— ইউরোপ থেকে ম্যাগাজিন এসেছে, নতুন কার্তুজ দাঁতে কেটে ভরতে হবে। ওরা আমাদের ধর্ম নাশ করতে চায়।

প্রঃ মঙ্গল পাণ্ডের ডাকে কেউ সাড়া দিয়েছিল?

উঃ না। জমাদার গণেশ লালা আপত্তি জানিয়ে বলে— তুমি কি শোননি, কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হবে না। গোলমাল বাধিও না।

প্রঃ অ্যাডজুট্যান্ট এবং সার্জেন্ট মেজরকে রক্ষা করার জন্য কেউ এগিয়ে এসেছিল?

উঃ কেউ আসেনি।

প্রঃ ক'জনে মিলে অ্যাডজুট্যান্ট ও সার্জেন্ট মেজরকে বাঁট দিয়ে আঘাত করেছিল?

উঃ ৩ বা ৪জন হবে। তবে তারা কোয়ার্টার গার্ডের নাকি চৌকির তা চিনতে পারিনি।

প্রঃ কেন চিনতে পারেননি?

উঃ আমার আঘাত লেগেছিল, হতবাক হয়ে পড়েছিলাম।

১ এপ্রিল ১৮৫৭

সাক্ষী হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদ পাণ্ডে, ৫ নং কোম্পানি, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

প্রঃ গতমাসের ২৯ তারিখ প্যারেডে কি ঘটেছিল বল।

উঃ ২৯ তারিখ বিকেল ৪টে/৫টা হবে। ৩৪ নং রেজিমেন্টের ৫ নং কোম্পানির সিপাহী কোয়ার্টারগার্ডের সামনে ড্রামবাদককে ড্রাম বাজিয়ে সবাইকে জড়ো করতে বলছিল। আমি কাছেই আমার বাড়িতে ছিলাম। মঙ্গলপাণ্ডের কথা শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এসে দেখি সে কোয়ার্টারগার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে। হাতে মাস্কেট আর তলোয়ার। ড্রামবাদককে ড্রাম না বাজানোর জন্য বকাবকি করছিল। গুলি করবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বললাম— ওকে ধর, আমার মনে হয় ওর মাস্কেটে গুলি ভরা আছে। জমাদার বলল— ধরতে পারব না। আমি বললাম— তাহলে ক্যাপ্টেনকে সব ঘটনা জানাব। আমি তখনই ক্যাপ্টেন ড্রুরির কাছে গিয়ে সব ঘটনা জানালাম। ড্রুরি বলল— আমার হুকুম জমাদারকে জানিয়ে তাকে আটক করতে বল। জমাদারের কাছে যেতে সার্জেন্ট মেজর এবং কয়েকজন সিপাহীকে দেখলাম। জমাদার বলল— আমি কিভাবে তাকে আটক করব, ওর মাস্কেটে গুলি ভরা আছে। আবার বললাম— ক্যাপ্টেনের হুকুম ওকে আটক করতেই হবে। কিন্তু জমাদার একই কথা বলে চলল। আমি ক্যাপ্টেন অ্যালেনের খোঁজে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম, অ্যাডজুট্যান্ট ঘোড়ায় চেপে কোয়ার্টার গার্ডের কাছে। সে সময় মঙ্গল পাণ্ডে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। অ্যাডজুট্যান্ট ও ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠেই পিস্তল বের করে সিপাহীর দিকে ছুটে গেল। সার্জেন্ট মেজর, সেখ পল্টু আর এক সিপাহী তার পিছনে চলল। অ্যাডজুট্যান্ট যখন মঙ্গল পাণ্ডে থেকে ১০/১২ কদম দূরে সে সময় মঙ্গল পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। লাগল না। তখন তার দিকে পিস্তল ছুঁড়ে মারল। অ্যাডজুট্যান্ট তাঁর তলোয়ার বের করল। সার্জেন্ট মেজর মঙ্গল পাণ্ডেকে তলোয়ারের কোপ মারল। মঙ্গল পাণ্ডে তা মাস্কেট দিয়ে প্রতিহত করল। সার্জেন্টের তলোয়ার দু'টুকরো হয়ে গেল। সিপাহী তখন বাঁ হাতে মাস্কেট আর ডান হাতে তলোয়ার নিয়ে অ্যাডজুট্যান্টকে কোপ মারল। আর সেখ পল্টু সে সময় মঙ্গল পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরল। মঙ্গল পাণ্ডে লড়াই চালিয়ে গেল অ্যাডজুট্যান্টের সঙ্গে। অ্যাডজুট্যান্টের বাঁ হাতে কোপ পড়লে সে মাটিতে পড়ে গেল। সেখ পল্টুর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে অ্যাডজুট্যান্টকে তলোয়ারের কোপ মারল। সে সময় হীরালাল তেওয়ারি কোয়ার্টারগার্ড থেকে ছুটে এসে মাস্কেটের বাঁট দিয়ে সার্জেন্ট মেজরের মাথায় আঘাত করে। অ্যাডজুট্যান্ট এবং সেখ পল্টু তাঁকে হটিয়ে

দিলে আবার মাস্কেটের বাঁট দিয়ে সার্জেন্ট মেজরকে আঘাত করলে মেজর মাটিতে পড়ে গেল। সার্জেন্ট মেজর বাড়ির দিকে রওনা হলে হীরালাল পাহারাদারের কাজে ফিরে গেল। মঙ্গল পাণ্ডে দু থেকে তিনবার কোপ মেরেছিল। কোয়ার্টার গার্ডের কাছে গিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে মাস্কেটে গুলি ভরল। এরপর সেখান থেকে প্রায় ১৫০ কদম দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল— আমার কাছে যে আসবে তাকেই গুলি করব। কর্নেল এবং ক্যাপ্টেন ড্রুরি কোয়ার্টার গার্ডের কাছে হাজির হল। সিপাহীদের মাস্কেটে গুলি ভরতে বলে কর্নেল জমাদারকেও বলল মঙ্গল পাণ্ডেকে আটক করতে। জমাদার তার গার্ডকে ৮/১০ কদম এগিয়ে নিয়ে গিয়ে থেমে গেল। সে সে কর্নেল এবং ক্যাপ্টেন ড্রুরিকে জানাল, ওর মাস্কেটে গুলি ভরা আছে আর যে তাঁর কাছে যাবে তাকেই সে গুলি করবে বলছে। কর্নেল এবং ক্যাপ্টেন বলল— তুমি তাহলে ভয় পেয়েছ? জমাদার বলল— ইউরোপীয় অফিসার ছাড়া এগোবে না। কর্নেল বলল— এ লজ্জার কথা। তোমরা না যেতে চাইলে গার্ড ফিরিয়ে নিয়ে যাও। এরপর জেনারেল এল। তার সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট লোক। সে জমাদারের কাছে জানতে চাইল সিপাহীদের মাস্কেট গুলি ভর্তি কিনা। জমাদার বলল— হ্যাঁ। সে তখন মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরার জন্য এগোতে বলল। যখন তারা ১০/১৫ কদম দূরে মঙ্গল পাণ্ডে নিজের উপর গুলি চালাল।

প্রঃ কতবার মাস্কেটের গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছ?

উঃ ক্যাপ্টেন ড্রুরিকে রিপোর্ট করার সময় একবার আর একবার অ্যাডজুট্যান্টের ঘোড়াকে গুলি করার সময়।

প্রঃ অ্যাডজুট্যান্ট, সার্জেন্ট মেজর আর মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে যখন লড়াই চলছিল তৃতীয় কোন গুলির শব্দ শুনেছ?

উঃ না।

প্রঃ যখন লড়াই চলছিল তুমি কি তা স্পষ্টভাবে দেখেছ?

উঃ হ্যাঁ। ১০০/১২৫ কদম দূরেই ঘটনা ঘটেছিল। আমি কোয়ার্টার গার্ডের ৮/১০ গজ দূরে অশ্বত্থগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিলাম।

প্রঃ রেজিমেন্টের কতজন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে?

উঃ ১০০/১২৫জন হবে।

প্রঃ মঙ্গল পাণ্ডে কিভাবে মাস্কেট ও কার্তুজ পেল?

উঃ বেলা দু'টোর সময় অস্ত্রাগার খোলা হয়। সেসময় সিপাহীরা মাস্কেট পরিষ্কার কারর সময় তাদের অস্ত্র নিতে পারে।

সাক্ষী থর্নটন হিউসন (সার্জেন্ট মেজর, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী)

আদালতের প্রশ্ন

প্রঃ গতমাসের (মার্চ) ২৯ তারিখে প্যারেড গ্রাউন্ডে কি ঘটেছিল বলুন?

উঃ বিকেল চারটে থেকে ৬টার মধ্যে দ্বিতীয় গ্রেনেডিয়ারের নায়েক আমার বাংলোয় এসে জানায় ৫নং কোম্পানির এক সিপাহী ফৌজি পোশাক পরে হাতে মাস্কেট নিয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলম্ব না করে রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্টকে জানাবার জন্য নায়েককে বললাম। তারপর আমি ফৌজি পোশাক পরে প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছে দেখলাম এক সিপাহী ফৌজি পোশাক পরেছে কিন্তু তার পরনে প্যান্টালুন নেই। আরো কিছু লোক উর্দি পরে কর্তব্যরত। সে (মঙ্গল পাণ্ডে) আমার দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি অবশ্য আমার লাগেনি। কোয়ার্টার গার্ডের কাছে কয়েকজনকে কর্তব্যরত অবস্থায় দেখে দেশীয় অফিসারকে তাদের সারি বেঁধে দাঁড়াতে বললাম। কিন্তু জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে হুকুম মান্য করল না। জমাদারকে আবার বললাম মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করতে, কিন্তু সে শুনল না। সে বলল— আমি কি করতে পারি? হাবিলদার সেদিনের নিযুক্ত অফিসারের কাছে রিপোর্ট জমা দিতে গিয়েছে। যতবার কোয়ার্টার গার্ডের পিছন দিকে গেলাম ঐ সিপাহী আমার দিকে মাস্কেট তাক করে থাকল, আর বলল— বেরিয়ে যাও নাহলে গুলি করব। অনেক সিপাহী পোষাক না পরেই দাঁড়িয়ে ছিল। হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদ এবং জমাদার গণেশ লালা কোয়ার্টার গার্ড এবং ৫ নং কোম্পানির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে অস্ত্র ত্যাগ করতে বললাম। সে রাজি হল না। একটু পরেই ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনলাম। রেজিমেন্টের অ্যাডজুট্যান্ট ঘোড়ায় চেপে এল। বলল— লোকটা কোথায়? 'আপনার বাঁ দিকে তাকান, আপনাকে গুলি করবে'। এর মধ্যে মঙ্গল পাণ্ডে গুলি চালালে ঘোড়া মাটিতে পড়ে গেল। অ্যাডজুট্যান্টও পিস্তল বের করে মঙ্গল পাণ্ডের দিকে গুলি চালাল। কিন্তু ওর লাগল না। তলোয়ার বের করে তার দিকে ধেয়ে গেল। আমিও তলোয়ার নিয়ে তার পিছু নিলাম এবং অন্যদের আসার জন্য বললাম। মঙ্গল পান্ডে মাস্কেটে গুলি ভরে প্রস্তুত হবার আগেই অ্যাডজুট্যান্ট তার সামনে উপস্থিত হলে সিপাহী (মঙ্গল পাণ্ডে) তলোয়ার বের করল এবং অ্যাডজুট্যান্টকে আঘাত করল। আমি কয়েকবার নিরস্ত্র হতে বললাম। সে শুনল না। আমাকে কে যেন পিছন থেকে আঘাত করে ফেলে দিল। উঠেই দেখি লোকটি ফৌজি পোশাক পরে। আমি ছুটে গিয়ে তার পা চেপে ধরলাম। কিন্তু আবার আমাকে পিছন থেকে বন্দুক দিয়ে আঘাত করে ফেলে দেয়। উঠে দাঁড়িয়ে দেখি অ্যাডজুট্যান্ট রক্তাক্ত অবস্থায় হেঁটে যাচ্ছে। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। আমার বাঙলোর কাছে পৌঁছাতেই দেখি কোয়ার্টার গার্ডের জমাদার আমার পিছু নিয়েছে। আমি তাঁকে বললাম— তুমি খুব

লজ্জাজনক কাজ করেছ, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব। আমি তার তলোয়ার ধরতে গেলে সে পিছনে সরে গেল এবং আমাকে বাধা দিল। এরপর দেখলাম আমার স্ত্রী এসেছে। সে আমাকে ৪৩নং রেজিমেন্টের (দেশীয় বাহিনী) সার্জেন্ট মেজরের বাঙলোর কাছে নিয়ে গেল। বাইরে মারাত্মকভাবে জখম হাত নিয়ে দাঁড়িয়েছিল লেফেটানান্ট বগ।

প্রঃ মঙ্গল পাণ্ডে এই অস্ত্রসজ্জার কারণ বিষয়ে কোয়ার্টার গার্ডের নায়েক কি কিছু রিপোর্ট করেছিল?

উঃ সে ভাঙ্গ খেয়ে নিজেকে উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমি নিজেও শুনেছি মঙ্গল অন্যদের তাঁর সঙ্গ নিতে বলছিল।

প্রঃ কোয়ার্টাব গার্ডের কত দূরে অ্যাডজুট্যান্টের ঘোড়া পড়ে গিয়েছিল?

উঃ বাঁ দিকে প্রায় ৫/৬ কদম দূরে আর সামনে ১০ গজ দুরে।

প্রঃ কেউ তাকে তুলতে এসেছিল?

উঃ কেউ তাকে সাহায্য করতে আসেনি।

প্রঃ আপনি কি কাউকে লেঃ বগকে মাস্কেট দিয়ে আঘাত করতে দেখেছেন?

উঃ হ্যাঁ। ফৌজি পোশাক পরে একজন সিপাহীকে আঘাত করতে দেখেছি। কিন্তু ভালোভাবে তাকে চিনতে পারিনি।

প্রঃ আপনি ও অ্যাডজুট্যান্ট যখন মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত তখন কি গুলির শব্দ শুনেছেন?

উঃ হ্যাঁ, গুলির শব্দটি এসেছিল পিছন দিক থেকে।

প্রঃ আপনি কি আপনার রেজিমেন্টের সিপাহী হীরালাল তিওয়ারিকে চেনেন?

উঃ চিনি, সে সেখানে ৭/৮ জন ইউনিফর্মপরা সিপাহীর সঙ্গে ছিল। আমার যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও সেই সে আঘাত করেছে তা নিশ্চিত করে বলতে পারব না।

প্রঃ সিপাহী শেখ পল্টুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেয়েছেন?

উঃ আমি বলতে পারব না। তাকে দেখিনি।

৬টার সময় কোর্ট স্থগিত হয়ে যায়।

মঙ্গল পাণ্ডে

এই ছবিটি অনেকের কাছে পরিচিত। কিন্তু এই ছবিটির উৎস কি?

সাক্ষী লেঃ বি. এইচ. বগ (৩৪নং রেজিমেন্ট, অ্যাডজুট্যান্ট, দেশীয় বাহিনী)

আদালতের প্রশ্ন

প্রঃ গত মাসের ২৯ তারিখে প্যারেড গ্রাউন্ডে কি ঘটেছিল আদালতকে বলুন।

উঃ তখন বিকেল ৪টে কিম্বা ৫টা হবে। হাবিলদার মেজর, মাধো তিওয়ারি আমাকে বাঙলোয় এসে খবর দেয় ৫নং কোম্পানির এক সিপাহী রেজিমেন্টের কোয়ার্টারগার্ডের কাছে সার্জেন্ট মেজরকে গুলি করেছে। কর্নেল হুইলারকে ঘটনাটি জানাতে বলে আমার ঘোড়াকে আনতে বললাম। পিস্তল সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হলাম। সেখানে পৌঁছাতেই সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে গুলি চালায়। গুলি লাগে ঘোড়ার গায়ে। ঘোড়া মাটিতে পড়ে যায়। মঙ্গল পাণ্ডে আবার গুলি ভরতে লাগল। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডেকে বললাম— ভ্যাগাবন্ডটাকে সে ধরার ব্যবস্থা করছে না কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে। আমি পিস্তল বের করে মঙ্গল পাণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম। সে প্রায় ৫০ কদম দূরে। সে পিছিয়ে যেতে লাগল। একবার থামতেই আমি গুলি চালালাম। তারপর সে কোমর থেকে তলোয়ার বের করল। আমি আমার ঘোড়া কোথায় তা দেখতে একটু থামলাম। আসলে এই সুযোগে আমার দ্বিতীয় পিস্তলটা হাতে তুলে নিতে চেয়েছিলাম। পিস্তল-খাপে ভরে রাখলাম। আমি একটা বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমার সহিস বলেছে মুক্তাপ্রসাদ আমার গুলি ভর্তি পিস্তল নিয়ে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। সহিস জিজ্ঞাসা করেছিল— তুমি কোথা থেকে পিস্তলটা পেলে? সে জানিয়েছিল— এই মাত্র তুলে নিলাম। মুক্তাপ্রসাদ আমাকে রক্ষা করার একমাত্র অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমাকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করেনি। মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় কেউ গুলি চালায়। দেখলাম সার্জেন্ট মেজর মাথা চেপে ধরল। আমার বাঁ হাতে কোপ লেগেছে তাছাড়া আমার নাকে এবং মাথায় আঘাত লেগেছে। সার্জেন্ট মেজর অভিযোগ জানাল যখন সে পিছিয়ে আসছিল কোয়ার্টারগার্ডের কোনো সিপাহী তাকে আঘাত করে। আমি তাকে পড়ে যেতে দেখেছি। আমরা দু'জনেই ৪৩নং রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজরের বাঙলোয় গেলাম। সংঘর্ষের সময় শেখ পল্টু নামে এক সিপাহী যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল। তাঁর হাতেও তলোয়ারের কোপ লেগেছিল।

প্রঃ কোয়ার্টারগার্ডের কত দূরে এই ঘটনা ঘটেছিল?

উঃ প্রায় ৫০ থেকে ৬০ গজের মধ্যে।

প্রঃ আপনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে আপনাকে উদ্ধার করার মত সময় কোয়ার্টারগার্ডের লোকদের হাতে ছিল কি?

উঃ অনেক সময়ে ছিল। কিন্তু কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি।

প্রঃ ফৌজি পোশাক পরে মাস্কেট নিয়ে কোনো সিপাহীকে দেখেছিলেন।

উঃ বেশিরভাগ লোকই আমার পিছনে ছিল। সামনে দেখতে পেয়েছি সার্জেন্ট মেজর, শেখ পল্টু আর মঙ্গল পাণ্ডেকে। আমি সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার জন্য এতো উত্তেজিত ছিলাম যে অন্যদের দিকে তাকাতে পারিনি।

প্রঃ শেষ গুলিটা কোন্ দিক থেকে এসেছিল? মঙ্গল পাণ্ডে কি গুলি চালিয়েছিল?

উঃ মনে হয় কোয়ার্টারগার্ডের দিক থেকে। তবে শেষ গুলিটা মঙ্গল চালায়নি। কেননা সে আমার সামনে ছিল।

সাক্ষী ড্রামবাদক জন লুইস (৮ নং কোম্পানি, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী)

আদালতের প্রশ্ন ঃ

প্রঃ গত ২৯শে মার্চ তুমি কি কোয়ার্টার গার্ডের কাজে নিযুক্ত ছিলে?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ তোমাকে কি কেউ ড্রাম বাজাতে বলেছিল?

উঃ হ্যাঁ। হাসপাতালে যে সিপাহী আহত অবস্থায় রয়েছে (ওর নাম আমি জানি না) আমাকে ড্রাম বাজাতে হুকুম করেছিল। আর ভয় দেখিয়ে বলেছিল ড্রাম না বাজালে আমাকে গুলি করবে। আমি বললাম— কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বাজাব না।

প্রঃ সিপাহী এ ধরনের অনুরোধ কেন করেছিল?

উঃ আমি মিহিলাল নামে এক সিপাহীর কাছে শুনেছিলাম, সে বলছিল— আমি ধর্মের জন্য এ কাজ করছি।

৬.৪.১৮৫৭ তারিখে ট্রায়ালের পূর্বে W.A. Cooke এবং F. E. Charrier-এর রিপোর্ট — ৪.৪.১৮৫৭

এই তারিখে ফিল্ড অফিসার এবং কোয়ার্টার মাস্টার বন্দী অবস্থায় থাকা মঙ্গল পাণ্ডেকে কিছু প্রশ্ন করে—

প্রঃ তুমি গোপন কিছু প্রকাশ করতে চাও বা কিছু কি বলতে চাও?

উঃ না।

প্রঃ গত রবিবার যা করেছিলে তা নিজের ইচ্ছায় না কি কারও নির্দেশে করেছিলে?

উঃ নিজের ইচ্ছায়। আমি মরতেই চেয়েছিলাম।

প্রঃ নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য কি মাস্কেটে গুলি ভরে ছিলে?

উঃ আমি জীবন নিতে চেয়েছিলাম।

প্রঃ তুমি কি অ্যাডজুট্যান্টের জীবন নিতে চেয়েছিল নাকি অন্য কাউকে গুলি করতে চেয়েছিলে?

উঃ যে আসত তাকেই গুলি করতাম।

প্রঃ তুমি কি নেশা করেছিল?

উঃ কিছু দিন হল ভাঙ এবং আফিম এর নেশা করেছি। আগে এসব ছুঁইনি।

Sd/ W A COOKE, ***Major***
Field Officer of the week
Sd/ F E CHARRIER, ***Ensign***
Interpreter and Quarter Master of the week
Sd/C GRANT, Brigadier,
Commanding at Barrackpore

৫.৪.১৮৫৭, বারাকপুর

সহকারী অ্যাডজুট্যান্ট এ. এইচ. রসের ৫.৪.১৮৫৭ তারিখে স্বাক্ষর করা প্রেসিডেন্সি বিভাগের মেজর জেনারেল কমান্ডিং-এর মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে গঠিত দুটি অভিযোগ সংক্রান্ত একটি অর্ডার ৬.৪.১৮৫৭ তারিখে ট্রায়ালের সময় মঙ্গল পাণ্ডেকে পড়ে শোনানো হয়। অভিযোগ দুটি হল :

(১) ১৮৫৭ সালে ২৯ মার্চ তলোয়ার এবং মাস্কেট সহ বারাকপুর কোয়ার্টার গার্ডের সামনে প্যারেড গ্রাউন্ডে বিদ্রোহ ঘটানো এবং রেজিমেন্টের অন্য সিপাহীদের উত্তেজিত করা। (২) উর্দ্ধতন অফিসারদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো; লেফটেন্যান্ট এবং সার্জেন্ট মেজর হিউসনকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা।

৬.৪.১৮৫৭— সকাল ৬টা থেকে ৯টা

ট্রায়াল শুরু হবার পূর্বে দেশীয় অফিসার এবং কোয়ার্টার গার্ডে যারা কর্তব্যরত ছিল তাদের আচরণ সম্পর্কে আরও তথ্য প্রমাণের জন্য এসময় সভা বসে। এ সময় লেঃ কর্নেল হুইলার ও ড্রুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষী ক্যাপ্টেন ড্রুরি[১]— ৩৪নং

আদালতের প্রশ্ন

প্রঃ গত মাসের ২৯ তারিখ বিকেলে কি ঘটেছিল বলুন?

উঃ কর্নেল হুইলারের সঙ্গে প্যারেড গ্রাউন্ডে পৌঁছে দেখলাম মঙ্গল পাণ্ডে কোয়ার্টার গার্ডের সামনে পায়চারি করছে ১০০/১২০ গজের মধ্যে। এক হাতে মাস্কেট অন্য হাতে তলোয়ার। সে কিসব বলছিল আমি বুঝতে পারিনি। কর্নেল হুইলার কয়েকজন গার্ডকে গুলি ভরতে বলল। আমি বললাম— এই পরিস্থিতিতে সবাই গুলি ভরুক। কর্নেল সবাইকে গুলি ভরতে আদেশ দিল। এরপর গার্ডের জমাদার (ঈশ্বরী পাণ্ডে) আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে বলল— এসবের কোনো দরকার নেই, সিপাহীরা আপনার কথা শুনবে না। তারা ঐ লোকটার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমি বললাম— আমার হুকুম মানতেই হবে। কর্নেল হুইলার জমাদারের অধীনে সবাইকে এগিয়ে যেতে হুকুম দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও জমাদার ১০ কদম মত এগিয়ে থেমে গেল। ব্যাপার গুরুতর ভেবে কর্নেলকে বললাম— একটা রাইফেল নিয়ে আসি লোকটাকে গুলি করার জন্য। এগোতে যাব এমন সময় মেজর জেনারেল হিয়ার্সে কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে হাজির হল।

প্রঃ আপনার রেজিমেন্টে কত শিখ আছে?

উঃ গত মাসের হিসাব অনুযায়ী ৭৯ জন।

প্রঃ কর্নেল হুইলার তাদের এখানে নিয়ে আসলে তারা কি মঙ্গল পাণ্ডের উপর গুলি চালাত।

উঃ তা বলতে পারব না। শিখদের সম্পর্কে আমার উচ্চ ধারণা আছে। আমার মনে হয় না তারা এসব গণ্ডগোলের মধ্যে আছে। তবে তারা সংখ্যায় কম হবার জন্য এগিয়ে আসতে ভয় পেয়েছে।

প্রঃ সে সময় আপনি কাউকে তিরস্কার করেছিলেন?

উঃ না। কেননা সেখানে আমার কমান্ডিং অফিসার উপস্থিত ছিল।

ক্যাপ্টেন ড্রুরি ট্রায়ালে জাজ অ্যাটভোকেটের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিল—

প্রঃ বন্দীর পূর্ববর্তী কোনো অপরাধ এবং চরিত্র প্রমাণ হিসাবে পেশ হবে সে বিষয়ে তাকে কি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে?

উঃ তার কোনো অপরাধের খবর পাওয়া যায়নি।

প্রঃ বন্দীর আচার-ব্যবহার কেমন?

উঃ ভালো।

প্রঃ তার বয়স কত? সে কত দিন চাকরি করেছে?

উঃ তার বয়স ২৬ বছর ২ মাস ৯ দিন। সে চাকরি করেছে ৭ বছর ২ মাস ৯ দিন।

৬.৪.১৮৫৭, বারাকপুর

ট্রায়ালে সভা বসেছিল ৩৪ নং রেজিমেন্টের মেস হাউসে, বারাকপুর, বেলা ১১টায়। লেফটেনান্ট এবং ব্রেভেট কর্নেল এস. জি. হুইলার, ৩৪ নং রেজিমেন্টের সর্বাধিনায়ক দেশীয় বাহিনী প্রসিকিউটর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মঙ্গল পাণ্ডের ট্রায়ালে সভাপতি ছিলেন সুবাদার মেজর জওহরলাল তিওয়ারি, ৪৩নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী। সদস্য ছিলেন— ১১ জন সুবাদার, ৩ জন জমাদার। সুবাদাররা হলেন—

১. ভোলা ওপুদেশ, ১৭নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

২. সুবাদার হুরাক সিং, ৪০নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৩. সুবাদার রাম সিং, ৯নং বি এন আর্টিলারি

৪. সুবাদার আমানত খান, ৩৭নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৫. সুবাদার শিবাম্বুর পাণ্ডে, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৬. সুবাদার দুর্গারাম, ৭০নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৭. সুবাদার খুদা বক্স, ২নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৮. সুবাদার মিরান সিং, ৭০নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

৯. সুবাদার শুক লাল মিশ্র, ৪৩নং রজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

১০. সুবাদার অযোধ্যা তেওয়ারি, ৭০নং রজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

১১. সুবাদার জালিম সিং, ৪৩নং রজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

১২. জামাদার দেওয়ান আলি, ৯নং বি এন আর্টিলারি

১৩. জমাদার মোহন সিং, ৬৫নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

১৪. জমাদার লালারাম বক্স, ৮ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী।

জাজ অ্যাডভোকেট, ক্যাপ্টেন জি. সি. হাচ (প্রেসিডেন্সি ডিভিসন)। দো-ভাষী ছিলেন লেফটেনান্ট জেমস ভ্যালিংস্, ১৯ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী।

মঙ্গল পাণ্ডেকে বন্দী অবস্থায় কোর্টে আনা হলে প্রেসিডেন্ট এবং সদস্যদের নাম পড়ে শোনানো হল। তারপর জাজ অ্যাডভোকেট প্রশ্ন করলেন।

প্রঃ মঙ্গল পাণ্ডে, আজকের কোর্ট মার্শালের সভাপতি এবং সদস্যদের বিরুদ্ধে তোমার কোন আপত্তি আছে কি?

উঃ না।

জাজ অ্যাডভোকেট মঙ্গল পাণ্ডেকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে প্রশ্ন করেন—

প্রঃ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে, তুমি দোষি না নির্দোষ?

উঃ নির্দোষ।

এরপরে বন্দীর হাতকড়া খুলে নেওয়া হয়।

ট্রায়াল

৬.৪.১৮৫৭, বারাকপুর[১]

ট্রায়াল শুরু হবার আগে মঙ্গল পাণ্ডের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। জেমস অ্যালেন, এফ.আর.সি.এস, অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জেন্ট পরীক্ষা করে জানাল যে, মঙ্গল পাণ্ডে ট্রায়ালে যাওয়ার উপযুক্ত।

সাক্ষী হুইলার (লেঃ এবং ব্রেভেট কর্নেল ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী, প্রসিকিউটর শপথ নেন)

জাজ অ্যাডভোকেটের প্রশ্নের উত্তরে হুইলার ২৯ মার্চ ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার পর জানাল—

প্রঃ সে কি তাঁকে (মগুল পাণ্ডে) কিছু বলতে শুনেছে?

উঃ সে কিছু বলছিল। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি।

প্রঃ সার্জেন্টে মেজর এবং অ্যাডজুট্যান্টেকে আপনি দেখেছিলেন?

উঃ না।

প্রঃ সম্প্রতি সিপাহীদের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন?

উঃ জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে সিপাহীদের মধ্যে বেশ কিছু কথাবার্তা হচ্ছিল নতুন কার্তুজের বিষয়ে এবং তাদের মধ্যে ধারণা হয়েছে সিপাহীদের জোর করে খ্রিস্টান করা হবে।

প্রঃ মেজর জেনারেল কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ ৯ ফেব্রুয়ারি পুরো ট্রুপকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে নতুন কার্তুজ বিষয়ে জেনারেল তাঁদের জানিয়েছিলেন।

প্রঃ ২৯ মার্চ কোন ইউরোপীয় সেনাদল এখানে এসেছিল কি?

উঃ ফ্ল্যাগ স্টাফ ঘাটে কিছু এসেছিল বলে শোনা যায়।

সাক্ষী সার্জেন্ট মেজর হিউসন

ট্রায়ালে প্রসিকিউটার ২৯ মার্চের ঘটনা সম্পর্কে হিউসনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন— ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে ৩৪নং রেজিমেন্টের ৫নং কোম্পানির নায়েক ইমাম খান তাকে বাঙলোয় খবর দেয় মঙ্গল পাণ্ডে হাতে গুলি ও মাস্কেট নিয়ে কোয়ার্টার গার্ডের কাছে পায়চারি করছে। সে ভাঙ্গ খেয়েছিল। পরনে ফৌজি পোশাক থাকলেও প্যান্টালুন ছিল না, ছিল ধুতি, কোট আর বেল্ট।

১. পরিশিষ্ট-৩

প্রসিকিউটারের প্রশ্ন

প্রঃ মঙ্গল পাণ্ডে যখন কোয়ার্টার গার্ডের কাছে ছিল, সে কি কিছু বলছিল?

উঃ সে বলছিল, 'সিপাহীরা বেরিয়ে এস, আমার সঙ্গে আসছ না কেন।'

প্রঃ আপনি আর লেঃ বগ যেখানে ছিলেন সেখানে কতজন লোক ছিল?

উঃ ৭ কি ৮ জন হবে। তারা ফৌজি পোশাক পরে ছিল। আমার মনে হয় তারা কোয়ার্টার গার্ডের।

প্রঃ কেন মনে হল তারা কোয়ার্টার গার্ডের?

উঃ আমি যখন লেঃ বগকে সাহায্য করার জন্য কোয়ার্টারগার্ড ছেড়ে বেরোলাম, দেখলাম কোয়ার্টারগার্ডের লোকেদের পরনে ছিল সাদা প্যান্টালুন। কিন্তু পিকেটের লোকদের পরনে থাকে নীল প্যান্টালুন। আমি একজনকে চিনতে পেরেছি। নাম হীরালাল তেওয়ারি। সে আমায় আঘাত করেছিল। সে কোয়ার্টারগার্ডের লোক।

প্রঃ তলোয়ারের ক'টা আঘাত আপনার লেগেছে?

উঃ দু'টো— হাতে।

প্রঃ আঘাত থেকে কি এখন কষ্ট হচ্ছে?

উঃ হ্যাঁ।

সাক্ষী খুব ক্লান্ত, চারপায়াতে শুয়ে আছে। বন্দী সাক্ষীকে জেরা করতে রাজি হল না।

সাক্ষী ড্রামবাদক জন লুইস— ৩৪নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

জন লুইস ট্রায়ালে আদালতের প্রশ্নে জানাল—

প্রঃ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে যখন প্রথম গার্ডে আসে সে কত কাছে এসেছিল?

উঃ প্রায় ১৩ কদম।

প্রঃ জমাদার কোথায় ছিল?

উঃ আমি দেখিনি।

প্রঃ তুমি কি জানেন সে কোথায় ছিল?

উঃ সে কোয়ার্টার গার্ডের মধ্যে ছিল।

প্রঃ কোয়াটার গার্ডের কেউ কি বন্দীকে ধরবার চেষ্টা করেছিল?

উঃ কেউ চেষ্টা করেনি।

প্রঃ জমাদার কি বন্দীকে ধরতে আদেশ দিয়েছিল?

উঃ না।

সাক্ষী সেখ পল্টু

প্রঃ ২৯শে মার্চ তুমি কি গ্রেনেডিয়ার কোম্পানির সিপাহী ছিলেন? আর এখন হাবিলদারে তোমার পদোন্নতি হয়েছে?

উঃ হ্যাঁ। আমি এখন হাবিলদার।

প্রঃ তুমি কি অ্যাডজুট্যান্টকে আসতে দেখেছ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ তারপর কি ঘটল?

উঃ অ্যাডজুট্যান্ট আসলে সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর ঘোড়ার বাঁ উরুতে গুলি করে।

প্রঃ সে কি তার দিকেই তাক করেছিল?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ সেখানে কোন সিপাহীরা ছিল?

উঃ সিপাহীরা কোয়ার্টার গার্ডের। তারা উর্দি পরেছিল।

প্রঃ কতজন সিপাহী সেখানে ছিল?

উঃ আমি চারজনকে দেখেছিলাম।

প্রঃ যেখান থেকে গুলি করা হয়েছিল আপনি দেখেছেন?

উঃ গুলিটা এসেছিল আমার পিছনদিক থেকে এবং কোয়ার্টার গার্ডের দিক থেকে।

প্রঃ সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে কি উত্তেজিত অবস্থায় ছিল?

উঃ সে ভাঙ খায়। তবে আগে খেয়েছে কি জানি না।

প্রঃ যখন অ্যাডজুট্যান্ট এবং সার্জেন্ট মেজর ফিরে আসছিল তখন মঙ্গল পাণ্ডে কি করছিল?

উঃ আমি তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

প্রঃ সিপাহীকে কখন ছেড়ে দেন?

উঃ আমি আহত হয়েছিলাম। সেজন্য বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনি।

প্রঃ ওকে ছেড়ে দেবার জন্য অন্য সিপাহীরা কি কিছু বলেছিল?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ তারা কারা?

উঃ কয়েকজন কোয়ার্টার গার্ডের।

প্রঃ তাদের নাম কি?

উঃ আমি তাদের চিনি না।

সাক্ষী লেঃ বগ, অ্যাডজুট্যান্ট, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী

২৯ তারিখে যা ঘটেছিল তা জানানোর পর আদালতের প্রশ্নে লেঃ বগ জানায়—

প্রঃ আপনি কি বন্দীর কাছ থেকে নাকে আঘাত পেয়েছিলেন?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আপনি যখন ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন অনেকেই কি আপনার সামনে দাঁড়িয়েছিল?

উঃ অনেকেই দাঁড়িয়েছিল।

প্রঃ সংঘর্ষের সময় যারা ছিল তাদের মধ্যে কি কেউ ফৌজি পোশাক পরেছিল?

উঃ আমি সেভাবে লক্ষ্য করিনি। বন্দীর আঘাত পেয়ে আমি নিজে ব্যস্ত ছিলাম।

প্রঃ আপনি যখন বন্দীর সঙ্গে লড়াই করছিলেন সে কি কিছু বলেছিল?

উঃ আমার মনে নেই।

প্রঃ আপনার ঘোড়া কি বুলেটের আঘাত পেয়েছিল?

উঃ হ্যাঁ।

মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম চার্জ ১৪ জন অফিসার ভোট দিয়ে সমর্থন করে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে ভোট দেয় ১১ জন।

কোর্ট মঙ্গল পাণ্ডেকে দুটি অভিযোগেই দোষি সাব্যস্ত করে রায় ঘোষণা করে—

The Court sentence, the Prisoner Mungul Pandy, Sepoy No. 1446, 5th Company, 34th Regiment, Native Infantry, to suffer death by being hanged by the neck, until he be dead.

Approved and confirmed

Sd/- J B Hearsey. *Major General.*

Commanding, the Presidency Division

৭ এপ্রিল ১৮৫৭ হিয়ার্সে নির্দেশ পাঠান ফাঁসি কার্যকর করা হবে ৮ এপ্রিল ১৮৫৭ ভোর সাড়ে পাঁচটায় ব্রিগেড প্যারেডে। কর্তব্যরত সিপাহীরা ছাড়া সবাই সেখানে উপস্থিত থাকবে।

নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে বারাকপুর ব্রিগেড প্যারেডে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়।

৪ এপ্রিল ৩৪ নং রেজিমেন্ট বারাকপুরে ভেঙে দেওয়া হল।[১] টুপি বাদে সিপাহীদের সব পোশাক কেড়ে নেওয়া হল। টুপিটা নেয়নি কারণ, সিপাহীরা নিজেদের পয়সায় টুপি কিনত।

১. এইটটিন ·· _ ফিফটি সেভেন— সুরেন্দ্রনাথ সেন, পৃ. ৫৪

বিদ্রোহের দিন যে সব অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল

❑ গুলির লড়াই

২৯ মার্চ ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে তার মাস্কেট থেকে প্রথম গুলি চালায় সার্জেন্ট মেজর হিউসনকে লক্ষ্য করে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

মঙ্গল পাণ্ডে দ্বিতীয় গুলি চালায় লেঃ বগকে লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি লাগে লেঃ বগের ঘোড়ার বাঁ-উরুতে।

এরপর লেঃ বগ তাঁর পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ে মঙ্গল পাণ্ডেকে লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

❑ একটি গুলি নিয়ে সংশয়

আদালতের প্রশ্নে লেঃ বগ জানিয়েছিলেন শেষ গুলিটা মনে হয় কোয়ার্টার গার্ডের দিক থেকে এসেছিল। তিনি আরও জানান যে মঙ্গল পাণ্ডে শেষ গুলিটা ছোঁড়েনি। কেননা সে তার সামনে ছিল।

হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদ আদালতের প্রশ্নে জানিয়েছিল— ক্যাপ্টেন ড্রুরিকে রিপোর্ট করার সময় একবার আর একবার অ্যাডজুট্যান্টের ঘোড়াকে গুলি করার সময় মাস্কেট থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দ শুনেছে। মুক্তাপ্রসাদ আরও জানিয়েছিল অ্যাডজুট্যান্ট সাজেন্ট মেজর আর মঙ্গল পাণ্ডের লড়াই চলার সময় তৃতীয় কোন গুলির শব্দ শোনেনি।

❑ দিশি তলোয়ারের লড়াই

গুলির লড়াই বন্ধ হবার পর শুরু হয় তলোয়ারের লড়াই। লেঃ বগ প্রথমে তলোয়ার বের করে ছুটে যায় মঙ্গল পাণ্ডেকে আঘাত করার জন্য।

সার্জেন্ট মেজর হিউসনও তলোয়ার বের করেন মঙ্গল পাণ্ডেকে খতম করার জন্য।

সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে এরপর তলোয়ার বের করে হিউসনকে আঘাত করতে গেলে তলোয়ারের কোপ লাগল লেঃ বগের উপর।

সার্জেন্ট মেজর হিউসনের হাতে দু'বার তলোয়ারের কোপ লাগে। সংঘর্ষের সময় হিউসনের তলোয়ার দু'টুকরো হয়ে যায়।

লান্স নায়েক সেখ পল্টুর হাতে তলোয়ারের কোপ লাগে।

লেঃ বগের তলোয়ারের কোপ লাগে বাঁ হাতে ও নাকে।

❑ মাস্কেটের বাঁটের আঘাত

লাইট কোম্পানির কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহী হীরালাল তেওয়ারি সার্জেন্ট মেজর হিউসনকে দু'বার মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। হিউসন মাটিতে পড়ে যায়।

বিদ্রোহের সময়কার কিছু তথ্য

☐ লেডি ক্যানিং

লেডি ক্যানিং বারাকপুরের পরিবেশকে ভীষণ ভালবাসতেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় লর্ড ক্যানিং যুদ্ধ দমনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে থাকতেন। কিন্তু লেডি ক্যানিং বেশিরভাগ সময় একাকী বারাকপুরে থাকতেন। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলকে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য ভারতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন। বাঙালিরা তাকে খুবই ভালোবাসত। তাই তাঁদের এক প্রিয় মিষ্টির নাম দিয়েছে 'লেডিকেনি'।

☐ লাটবাগানের বটগাছে ফাঁসি— অমূলক চিন্তা

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে লাটবাগানের ভিতরে যে পুরনো বটগাছ তাতেই নাকি মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এ এক অমূলক চিন্তা। বিদ্রোহের সময় লাটবাগান পরিচিত ছিল 'বারাকপুর পার্ক' নামে। ১৭৮৫ সাল থেকেই এই পার্ক তৈরি করার কাজ শুরু হয়ে যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পার্ক হয়ে উঠেছিল আকর্ষণীয়। নানা জাতের পাখি, মূল্যবান গাছ, চিড়িয়াখানা, সার্পেনটাইল লেক, বাম্বুভিলা, মতিঝিল এসবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল বারাকপুর পার্ক। আর লেডি ক্যানিং-এর হাতের স্পর্শে সে পার্ক হয়ে উঠেছিল আরও মোহময়ী। লেডি ক্যানিংই পার্কের বিখ্যাত বটগাছটি আবিষ্কার করেন।

১৮৫৬ সালে তিনি পার্কের বিখ্যাত বটগাছটি আবিষ্কার করেন। ১৮৫৬ সালে ২ নভেম্বর বারাকপুর থেকে ইংল্যান্ডে এক চিঠিতে লেখেন— "ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে আমি এক সুন্দর বটগাছ খুঁজে পেয়েছি।" ১৮৫৬ সালে ১৭ নভেম্বর আর একটি চিঠিতে লেখেন— "I have had a good deal of amusement in cutting down shurbs and opening out vistas. Such a beautiful Banyan tree like a grove covered with creepers and orchideous plants is now exposed to view in sight of windows." যে বটগাছকে সন্তানের মত পরিচর্যা করতেন সেখানে তিনি ফাঁসির মত একটি ঘটনাকে ঘটতে দেবেন এমন হতে পারে না। লেডি ক্যানিং সেসময় বেশিরভাগ সময় বারাকপুরেই থাকতেন। বারাকপুর লাটবাগানেই (বর্তমান নাম মঙ্গল পাণ্ডে উদ্যান) তিনি শায়িত রয়েছেন

❑ **ফাঁসির স্থান কোন্‌টি?**

মঙ্গল পাণ্ডেকে কি কোন জায়গায় ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে জিজ্ঞাসা করেও যথাযথ উত্তর পাইনি। তবে কোর্ট মার্শালের রায় থেকে জানা যায় বারাকপুর প্যারেড গ্রাউন্ডে তাঁর ফাঁসি হয়েছিল। কিন্তু সে প্যারেড গ্রাউন্ড কোনটি? প্যারেড গ্রাউন্ডের দু'টি অবস্থান আমি পেয়েছি। একটি হল সেন্ট জোসেফ গির্জার পাশেই, যেটিকে গ্যারিসন গ্রাউন্ডও বলা হত। সেন্ট জোসেফ গির্জা তৈরি হয় ১৮৫৬ সালে।

সেন্ট জোসেফ গির্জা

প্যারেড গ্রাউন্ডে আর একটি অবস্থান লক্ষ্য করা যায় সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রামের পশ্চিমদিকে। এই গির্জাটি তৈরি হয় ১৮৩১ সালে। তখন তার নাম ছিল 'সেন্ট বর্থলময় চার্চ'। ১৯৫৬ সালে ২৬ অগস্ট যখন বারাকপুর একটি ডায়োসিস বা ধর্মপ্রদেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে সেদিন থেকেই এই চার্চ 'সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই গির্জা থেকে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা থেকে এই প্যারেড গ্রাউন্ডের ব্যাপারে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

"The Chaplain of Barrackpore at that time was the Revd. C.H.B. Gladwin. The deed of consecration gives the dimensions of the church as 63 feet by 49 feet. The chancel, verandahs, west porch, and tower were all added later, probably in 1868.

সেন্ট বর্থলময় ক্যাথিড্রাল
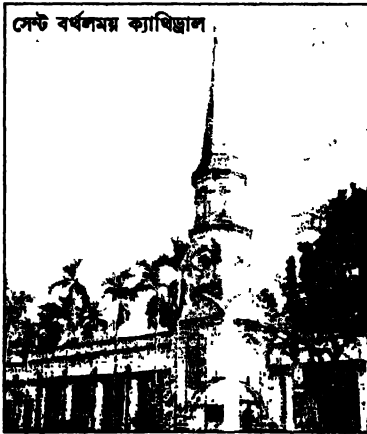
Further details given in the deed of consecration, confirmed by a map dated 1866-67 that is preserved in Barrackpore Club, indicate that the compound of the church in those days consisted only of a rather narrow strip of land round the building. Bishop's Lodge had not been built, and the present lawn in front of it was then public land with footpaths running across it. There was a parade ground to the west of the church.

In the year after the Mutiny (says *Thacker's Guide)* it was

proposed to erect an entirely new church, for S. Bartholomew's was much too small to be able to accomodate the European Troops then numbering 1,500 in strength, and the parade services for this reason had been held not in the church, 'but in an inconvenient room in the barracks'."

[The Diocese of Barrackpore— A Brief Account published on the occasion of the inarguration of the New Diocse of Bartholomew's tide, 1956]

❑ পলাশি বিল্ডিং

ব্রিটিশ সেনারা যেখানে থাকত সেই বাড়িকে বলা হত পলাশি বিল্ডিং। এই বিল্ডিং দু'ধরনের ছিল। একটিতে পরিবার সহ ব্রিটিশ সেনারা থাকত আর একটিতে অবিবাহিত ব্রিটিশ সেনারা থাকত। বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে যেটি পুরনো সেন্ট্রাল স্কুল সেটি ছিল পলাশি বিল্ডিং।

❑ দেশীয় সৈন্যদের থাকার জায়গা

দেশীয় সৈন্যরা কুঁড়েঘরে থাকত। তবে এর সঠিক অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। লোকশ্রুতি বারাকপুর কোর্ট থেকে কিছুটা পূর্বে নাকি এই কুঁড়েঘরগুলি ছিল।

❑ ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউস

ফ্ল্যাড স্টাফ হাউস বর্তমানে বারাকপুরের রাজভবন। বিশেষ দিনে রাজ্যপাল এখানে আসেন। গোরা সৈন্যদের খুব প্রয়োজনে এখানে এনে রাখা হত।

❑ শিব মন্দির

ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলের একেবারে উত্তরে পলতাঘাটের দিকে যেতে এই শিব মন্দির। শোনা যায় সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীরা এখানে পূজা দিতে আসত। বারাকপুর সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে জব চার্নক এখানে এসেছিলেন। আর জব চার্নকের স্ত্রী নাকি এই শিব মন্দিরে পূজা দিতে আসতেন। চার্নকের নামে একটি রাস্তা হয়েছে।

ক্যান্টনমেন্টের মধ্যেই। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। চার্নক কোনদিনই বারাকপুরে আসেননি।

❑ গোলাঘাট

নাম শুনেই ধারণা করা যায় অস্ত্রশস্ত্র এই ঘাট দিয়েই নামানো ওঠানোর ব্যবস্থা করা হত। কিছুদিন আগেও এই ঘাটের গঠন দেখে বলে দেওয়া যেত যে গোলা নামানোর কাজে এই ঘাটটি ব্যবহৃত হত।

❑ গোলা রাখার জায়গা

গোলাঘাটের পাশেই বর্তমান গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়। এই বাড়িটি ব্রিটিশ আমলে বারুদ রাখার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত। পরবর্তীকালে মুরলিধর চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে ১৯৬১ সালে বাড়িটি কিনে নেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্য এই মিউজিয়ামে রয়েছে। (তথ্য : ড. সুপ্রিয় মুন্সী)
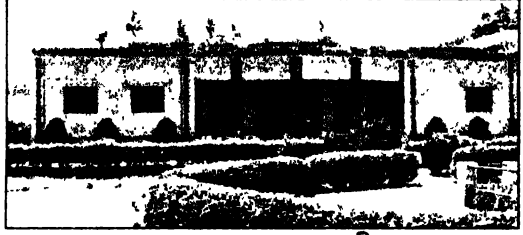
বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

❑ বিদ্রোহের সময় মঙ্গল পাণ্ডের পোশাক ও অস্ত্র

বিদ্রোহের সময় মঙ্গল পাণ্ডের গায়ে ছিল ফৌজি পোশাক, কোট, বেল্ট, মাথায় টুপি, পরনে প্যান্টালুনের বদলে ধুতি, হাতে মাস্কেট, কোমরে দিশি তলোয়ার আর পিঠে হ্যাভারস্যাক[১]।

❑ শিখ সিপাহি

রেজিমেন্টে শিখ সিপাহীর সংখ্যা ছিল ৭৯। শিখদের সম্পর্কে ধারণা কেমন ছিল সে বিষয়ে কর্নেল হুইলার হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদের কাছে জানতে চাইলে মুক্তাপ্রসাদ জানায়, শিখ সিপাহীদের সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণা রয়েছে। তারা কোন গণ্ডগোলের মধ্যে নেই। তাছাড়া তারা সংখ্যার অনেক কম থাকায় এগিয়ে আসতে ভয় পেয়েছে।

১. সৈন্যদের জিনিসপত্র রাখার থলে।

বিদ্রোহের সময় মঙ্গল পাণ্ডের দুই সহযোগী হীরালাল তেওয়ারি ও ঈশ্বরী পাণ্ডে[1]

■ **হীরালাল তেওয়ারি**
কোয়ার্টার গার্ডের সিপাহি (লাইট কোম্পানি)

সার্জেন্ট মেজর হিউসন মঙ্গল পাণ্ডেকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে মঙ্গল পাণ্ডে তা প্রতিহত করেছিলেন। সার্জেন্টের তলোয়ার দু'টুকরো হয়েছিল। মঙ্গল পাণ্ডে বাঁ হাতে মাস্কেট আর ডানহাতে তলোয়ার বের করে অ্যাডজুট্যান্ট বগকে আঘাত করলে শেখ পল্টু পিছন দিক থেকে মঙ্গল পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে। মঙ্গল পাণ্ডে সে অবস্থাতেই লড়াই চালিয়ে যায়। সে সময় হীরালাল তেওয়ারি কোয়ার্টার গার্ড থেকে বেরিয়ে এসে হিউসনের মাথায় মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। তিনি দু'বার আঘাত করেছিলেন। জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে হীরালাল তেওয়ারির রক্তাক্ত জামাকাপড় বদলে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল।

■ **অন্তরালে ঈশ্বরী পাণ্ডে**

২৯ মার্চ ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ শুরু করে। সেদিন কর্তব্যরত ছিল জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে। কিন্তু তিনি কর্তব্যে অবহেলা করে মঙ্গল পাণ্ডেকে পরোক্ষে সহায়তা করেন। ঈশ্বরী পাণ্ডে যদি সেদিন পরোক্ষে সমর্থন না করতেন, মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ শুরুতেই শেষ হয়ে যেত।

১০ এপ্রিল শুরু হল ঈশ্বরী পাণ্ডের বিচার। তাঁর বিচারে যাঁরা সাক্ষী দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার্জেন্ট মেজর হিউসন, লেঃ বগ (অ্যাডজুট্যান্ট), হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদ পাণ্ডে, সেখ পল্টু (লান্স নায়েক), ক্যাপ্টেন ড্রুরি, ড্রাম বাদক জন লুইস প্রমুখ।

এছাড়া শোভা সিং এবং আত্মা সিং নামে দুই সিপাহীর স্বেচ্ছায় দেওয়া বয়ান থেকে বিদ্রোহের দিন ঈশ্বরী পাণ্ডের ভূমিকা কেমন ছিল তা জানা যায়।

■ **শোভা সিং, ৬নং কোম্পানি, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী**

২৯ মার্চ রবিবার বিকেল। দেখলাম মঙ্গল পাণ্ডে মাস্কেট হাতে প্যারেড গ্রাউন্ডের দিকে যাচ্ছে। আমি জমাদারকে (ঈশ্বরী পাণ্ডে) জিজ্ঞাসা করলাম— বন্দুকে গুলি ভরব কিনা। সে বলল— তার কাছ থেকে হুকুম নিতে হবে। এরপর সার্জেন্ট মেজর আসে। তার তলোয়ার ভেঙে যাবার জন্য জমাদারের তলোয়ার তাঁকে দিতে বলল। জমাদার দিতে রাজি হল না। অ্যাডজুট্যান্টকে উদ্ধার করার জন্য

---

১. পরিশিষ্ট-১

জমাদার কাউকেই সাহায্য করার অনুমতি দিল না। এর আগে জমাদার সিপাহীকে (মঙ্গল পাণ্ডে) ধরতেও বাধা দেয়। লাইট কোম্পানির একজন সিপাহী ছুটে গিয়ে সার্জেন্ট মেজরকে মাস্কেটের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। জমাদার সার্জেন্টকে আক্রমণ করার আদেশ না দিলেও অন্যকে বাধাও দেয়নি। সে সময় সেখ পল্টু উপস্থিত ছিল। অন্য রেজিমেন্টের কিছু সিপাহী বন্দীর (মঙ্গল পাণ্ডে) পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল সে (মঙ্গল পাণ্ডে) চিৎকার করে বলল— তোমাদের লোটা থেকে জল না দিলে গুলি করে মারব। হাবিলদার মুক্তাপ্রসাদ পাশেই দাঁড়িয়েছিল কিন্তু কোনও সাহায্য করেনি।

■ **আত্মা সিং, সিপাহী, ৬ নং কোম্পানি, ৩৪ নং রেজিমেন্ট, দেশীয় বাহিনী।**

২৯ মার্চ আমি কোয়ার্টার গার্ডের ডিউটিতে ছিলাম। সে সময় মঙ্গল পাণ্ডে প্যারেডে আসে। জমাদার কোয়ার্টার গার্ডের সামনের দরজা বন্ধ করে দেয়। আমি, শোভা সিং এবং আরও দু'জন তারা শিখ নয়, বন্দীকে (মঙ্গল পাণ্ডে) ধরতে গেলাম। কিন্তু জমাদার ধরার অনুমতি দিল না। সার্জেন্ট মেজরের তলোয়ার ভেঙে গেলে জমাদারের তলোয়ার চাইলে সে দিতে রাজি হয়নি। আমরা অ্যাডজুট্যান্টকে উদ্ধার করতে গেলে জমাদার বলল— আমার অনুমতি ছাড়া যেতে পারবে না।

মঙ্গল পাণ্ডের ট্রায়ালে যাদের নিয়ে বিচারসভা গঠিত হয়েছিল ঈশ্বরী পাণ্ডের ক্ষেত্রেও তারাই বিচারসভায় উপস্থিত ছিলেন। ১০ এপ্রিল ১৮৫৭ মেজর জেনারেল হিয়ার্সের আদেশ অনুযায়ী বারাকপুরে ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন ছিল শুক্রবার। তার বিরুদ্ধে দুটি চার্জ আনা হয়। (১) ২৯ মার্চ ১৮৫৭ মঙ্গল পাণ্ডে হিউসনকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে ও মাস্কেট থেকে হিউসনকে গুলি চালালে এবং লেঃ বগকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলেও জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা। লেঃ বগ এবং সার্জেন্ট মেজর হিউসনকে সাহায্য না করা। (২) উর্দ্ধতন অফিসারের আদেশ অমান্য করা। ব্রেভেট কর্নেল হুইলার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা অগ্রাহ্য করা।

১৩ এপ্রিল ১৮৫৭ দণ্ডাদেশ ঘোষণা করা হয়। ২২ এপ্রিল ১৮৫৭ ফাঁসি হয়ে যায় ঈশ্বরী পাণ্ডের।

১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহের এক ঝলক
সৌজন্য : বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

■ একটি অবিচারের কাহিনি— এনফিল্ড রাইফেল ও কার্তুজ[1]

২৯ মার্চ বিদ্রোহের দিন মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর সতীর্থদের কাছ থেকে সাড়া পাননি। বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও তিনি কোন মর্যাদাই পায়নি। বরং সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে নানা রকম অসন্তোষ, বিরূপ মন্তব্য ইত্যাদি আমরা দেখেছি। বিদ্রোহের মূল কারণ এনফিল্ড রাইফেল ও কার্তুজের ব্যবহার বিষয়ে সিপাহীদের মনোভাবকে এতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

"উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সিপাহীদের কাছে ব্রাউন বেস রাইফেল ছিল জনপ্রিয়। ১৮৫২ সালে ভাইকাউন্ট হার্ডিঞ্জের নির্দেশে এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয় এবং সর্বশেষ প্রযুক্তি এতে যুক্ত করা হয়। ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এই রাইফেল ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। ১৮৫৬ সালে এই রাইফেল ভারতে প্রবর্তিত হয়। রাইফেলের সঙ্গে চর্বি লাগানো কার্তুজ আসে ইংল্যান্ড থেকে। কলকাতা, দমদম এবং মিরাটেও কার্তুজ তৈরি হতে লাগল ভারতীয় সিপাহীদের জন্য। নির্বাচিত কিছু সিপাহীকে দমদম, আম্বালা এবং শিয়ালকোট পাঠানো হল এই রাইফেল চালানোর ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু দমদমের এক নিম্নবর্ণের লস্করের কাছ থেকে এক উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ জানতে পারল কার্তুজে ব্যবহৃত চর্বির কথা। এই সংবাদ আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল। কলকাতা ধর্মসভা বিষয়টি জানল এবং সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দিল। ইংরেজ অফিসারদের নজরে এল ঘটনাটি।"

২২ জানুয়ারি ১৮৫৭ লেঃ রাইট মেজর বনট্রাইন তার পদস্থ অফিসারকে জানায়, "গত সন্ধ্যায় ডিপোর দেশীয় সিপাহীদের প্যারেডে ডেকে এনে তাদের যে কোন অভিযোগ জানাতে বলেছিলাম। তৎক্ষণাৎ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এগিয়ে এসে যেভাবে কার্তুজ তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে মত জানাল। তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তাদের অভিযোগ জানিয়েছিল। তারা এর প্রতিকার হিসাবে মোম এবং তেল ব্যবহারের কথাও বলেন। সিপাহীরা প্রথমে ভয় পেয়েছিল পরে তা ক্ষোভের আকার নেয়। সিপাহীরা বনটাইনকে জানিয়ে দিল কেন তারা কার্তুজ ব্যবহার করতে পারবে না। সেইসঙ্গে বিকল্প কার্তুজের প্রস্তাবও তারা দিল। গুজব ছাড়াও সিপাহীদের সংশয় প্রকাশ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা চর্বি থেকে দুর্গন্ধ বের হত। কমান্ডর-ইন-চিফ এক চিঠিতে কর্নেল কিথ ইয়ংকে জানিয়েছিলেন— "কার্তুজের উপর যে পরিমাণ চর্বি লাগানো আছে তাতে সিপাহীরা যে অভিযোগ তুলেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। চিঠিটি ২৩ তারিখে লেখা। এই কার্তুজের চর্বির ব্যাপারে কন্ট্রাক্টরদের অসৎ উপায়ের কথা বলা হয়েছে। 'দ্য টাইমস' ২৩ ফেব্রুয়ারি লিখেছে— "নতুন এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজের একদিকে চর্বি লাগানো হয় যাতে পিচ্ছিল হয়ে তা দ্রুত ব্যারেলে প্রবেশ করে। সরকার এজন্য ভেড়ার চর্বি সরবরাহের আদেশ দিয়েছিল। কিন্তু কিছু কন্ট্রাক্টর পয়সা বাঁচানোর জন্য শুকর ও গরুর চর্বি ব্যবহার করে।"

চর্বি লাগানো কার্তুজ প্রথম ১৮৫৩ সালে আমদানি করা হয়েছিল ব্যবহারের জন্য নয়, জল হাওয়ার সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারে তা পরীক্ষা করার জন্য। কর্নেল টাকার

---

১. এইটটিন .. , ফিফটি সেভেন— সুরেন্দ্রনাথ সেন, পৃ. ৪১

মিলিটারি বোর্ডকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ভারতীয়দের মধ্যে এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এবং এই কার্তুজ শুধুমাত্র ইউরোপীয় সিপাহীদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া যেতে পারে। সে সময় সিপাহীরা কার্তুজ ব্যবহারের সন্দেহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তাঁরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই জানাল এই কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটলে তাদের সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কর্নেল টাকারের তিনবছর পূর্বে দেওয়া পূর্বাভাস কর্তৃপক্ষ মনে রাখেনি।

নতুন কার্তুজ যে ধর্ম নষ্ট করার একটা কৌশল এই ব্যাপারটি সিপাহীদের মধ্যে এমনভাবে ঢুকে যায় যে তারা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হবার কিছু উপায় গ্রহণ করেছিল— "(১) চাপাটি— কোন লোক চাপাটি পেলে বুঝত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সব কিছু যোগাড় হয়েছে, এখন কাজ শুরু করার সময়। "খাই চাপাটি, লেও লাঠি" অর্থাৎ চাপাটি এল এবার লাঠি ধর।

(২) পদ্মফুল— বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত। যাঁর কাছে পদ্মফুল পাঠানো হত তাঁর কানে কানে এই হিন্দী ছড়াটি আবৃত্তি করা হত "কই কাহুমে মগন, ম্যায় ওয়াহীমে মগন" অর্থাৎ অন্য কেউ যাতে তাতে মগ্ন থাকতে পারে, কিন্তু আমার মনপ্রাণ এতেই মগ্ন আছে। পদ্মফুল স্বাধীনতার প্রতীক— এর অর্থ হল শুভদিন এসেছে এইবার অগ্রসর হও।

(৩) হাড়ের মালা— ফকীর, দরবেশ, সন্ন্যাসী ও সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হত। এর অর্থ— পার যদি তোমার অধীন অথবা তোমার নিকটবর্তী সকল মানুষকে একভাবে ও একমতে মালারূপে গাঁথ।

(৪) জলের আধার— তামার একটি পাত্রের মাঝখানে একটি ছিদ্র থাকত। যিনি এটা বহন করতেন তাঁর দু'হাতে কাচের চুড়ি পরা থাকত। এর অর্থ বন্ধন কাচের চুড়ির মত, এক আঘাতেই চূর্ণ হবে আর পাত্রের ছিদ্র পরাধীনতার ছিদ্র, কিন্তু সামান্য এই ছিদ্র অনায়াসে বন্ধ করা যাবে।

(৫) আশীর্বচন— ব্রাহ্মণ অথবা মওলানারা আশীর্বচন বহন করে নিয়ে যেতেন। নানা সাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং সম্রাট বাহাদুর শাহ আশীর্বচন গ্রহণ করেছিলেন। আশীর্বচনের সঙ্গে একটি মন্ত্র পাঠ করা হত। তার অর্থ এই যে, মৃত্যুই অতীত গৌরবকে ভবিষ্যতের শ্লাঘার সহিত সংযুক্ত করে, সুতরাং মৃত্যুপণ করে তুমি স্বকার্য সাধনে তৎপর হও।" [১]

সিপাহীদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পিছনে হুইলারের মনভাবকে অনেক দায়ী করেন। ড. শশীভূষণ চৌধুরী লিখেছেন, "সমকালীন সূত্র থেকে জানা যায়, রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত অফিসার লেফটেনান্ট কর্নেল হুইলার এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ এই ছিল যে, তিনি ধর্মান্তরিত করবার উদ্দেশ্যে সিপাহীদের মধ্যে ধর্মীয় পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। এই অভিযোগ কখনও অস্বীকার করা হয়নি। এ ছাড়া আরও অভিযোগ ছিল যে, তিনি সিপাহীদের নানা ছলে তাঁর বাংলোতে নিয়ে আসতেন এবং খ্রীস্টান ধর্মে

১. ১৮৫৭ ও বাংলাদেশ— সুকুমার মিত্র, পৃ. ১০৩

দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। পঞ্চাশ দশকের প্রকাশ্য আলোচনা থেকে জানা যায় সিপাহীদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসের জন্য পুরাতন ৩৪তম বাহিনীর সিপাহীরা হুইলারকে বলপূর্বক তাদের শিবির থেকে বহিষ্কার করে এবং ওই একই কারণে দিল্লীতে ৫৩নং বাহিনীর কুচকাওয়াজ থেকেও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। হুইলার যে অনেক পরিমাণে দোষী ছিলেন তা ক্রিশ্চিয়ান ট্রাস্ট সোসাইটির কাছে লেখা এবং কলকাতার একটি কাগজে ১৮৪০ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে প্রকাশিত পত্র থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল। চিঠির একটি অংশ এইরূপ : "শুনে খুশি হবেন, আমি বিভিন্ন অফিসারদের কাছ থেকে এদেশে ধর্মীয় পুস্তিকা বের করার জন্য দরখাস্ত পেয়েছি তাদের গ্রামগুলিতে বিতরণ করার জন্যে। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি এতে মিশনারীদের কথা শোনার জন্যে জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করা যাবে।"

সিপাহী বিদ্রোহের সত্তর বছর পুর্বে লেফটেনান্ট কর্নেল হুইলার অর্থাৎ তৎকালীন ক্যাপটেন তাঁর সামরিক কাজকর্মের সঙ্গে ধর্মীয় কর্তব্যকে যুক্ত করেছিলেন এবং 'ইংলিশ-ম্যান' পত্রিকায় মন্তব্য অনুযায়ী 'যদি না আমরা খুব বেশি রকম ভুল তথ্য পেয়ে থাকি তিনি আজ পর্যন্ত অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গেই এই অভ্যাস বজায় রেখেছিলেন।' সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, সাধারণ লোক উত্তেজক মনোভাব নিয়ে থাকবে, বিশেষ করে যখন এই ধরনের ধর্মান্তরকরণের চেষ্টাগুলো প্রকাশ্যে সঙ্গত বলা হত। এই ধরনের কর্ম-প্রচেষ্টায় যে তারা তাদের জাতপাত অপহরণের ষড়যন্ত্র দেখতে পাবে এটা বিচিত্র কি?"[১]

স্বধর্ম রক্ষা করাই ছিল বিদ্রোহের মূল কারণ। বহরমপুরে বিদ্রোহের মূলে ছিল গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো নতুন কার্তুজ ব্যবহার করার ফল। সাক্ষীদের বয়ান থেকেও স্বধর্ম রক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। সাক্ষী সেখ পল্টু বলেছে— মঙ্গল পাণ্ডে চিৎকার করে বলছিল ধর্ম নষ্ট করার জন্য ইউরোপ থেকে ম্যাগাজিন এসেছে। সাক্ষী জমাদার গণেশলালার বক্তব্য উল্লেখ করে সেখ পল্টু মঙ্গল পাণ্ডেকে বলে— কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হবে না। এবং সে তাকে গোলমাল করতে বারণ করে। সাক্ষী জন লুইস আদালতকে জানায় সে মিহিলাল নামে এক সিপাহীর কাছ থেকে শুনেছে, মঙ্গল পাণ্ডে বলছিল— ধর্মের জন্যই সে ওকাজ করেছে।

হুইলার সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের দু'মাস পূর্বে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছে বলে আদালতকে জানায়। সিপাহীরা নতুন কার্তুজ বিষয়ে কিছুদিন ধরেই আলোচনা করছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল সিপাহীদের জোর করে খ্রিস্টান করা হবে। হুইলার সাক্ষী মুক্তাপ্রসাদের কাছে জানতে চেয়েছিল মঙ্গল পাণ্ডে ব্রাহ্মণ বলেই কি কেউ তাকে গুলি করতে রাজি হয়নি। সিপাহীরা ধর্মের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর কিন্তু তাদের ধর্মীয় আবেগকে সম্মান জানানো হয়নি। কর্তৃপক্ষ সেদিকে নজরই দেয়নি। আজও আমরা দেখি যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার একটি স্বীকৃত অধিকার। ধর্ম রক্ষার জন্য লড়াই অব্যাহত। আর সেই যুগে ধর্মীয় অধিকারের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে মঙ্গল পাণ্ডে কোন অন্যায় করেছে বলে কি মনে হয়? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি তাঁর প্রতি সুবিচার করা হয়েছে?

---

১. সিপাহী বিদ্রোহ ও গণবিপ্লবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস— ড. শশীভূষণ চৌধুরী

■ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নানা দৃষ্টিতে সামাজিক পরিস্থিতি

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়ে যাওয়ার পর সেই সময় পরিস্থিতি কেমন ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই সময়' উপন্যাসে তা ধরা পড়েছে : "মঙ্গলপাণ্ডের প্রেতাত্মা যেন ভাসতে লাগলো বারাকপুর সেনানিবাসের বাতাসে। চৌত্রিশ নং ইনফ্যানট্রির সিপাহীদের সকলেই নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে উত্তর ভারতে। বাকী সিপাহীদের মুখগুলিও যেন থমথমে মনে হয়। যদিও তারা সকলেই সমবেতভাবে নতুন করে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। তবু ইংরেজ অফিসাররা তাদের মুখের দিকে যখন তখন ভ্রু-কুঞ্চিত করেন। অদ্ভুত এই এসিয়াটিকদের মুখ। এমন ভাবলেশহীন যে কিছুতেই মনের কথা টের পাওয়া যায় তেমন বিশ্বস্ত মনে হয় না এখন। এতদিন পরে মনে হয়, ওদের প্রত্যেকের মুখের সঙ্গেই মঙ্গল পাণ্ডের মুখের যেন কিছুটা মিল আছে। ওরা কি গোপনে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে?

এই ঘটনা গোপন রইলো না, ব্যারাকপুর থেকে ক্রমে কলকাতাতেও ছড়ালো। মঙ্গল পাণ্ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ঈশ্বরী পাণ্ডের ফাঁসী কার্যকর করতে কয়েকদিন দেরি হলো। ফাঁসীর হুকুম দেবার এক্তিয়ার ঠিক কার, তাই নিয়ে একটা প্রশ্ন দেখা দিল। আর যত দেরি হয়, ততই গল্প ছড়ায়। কলকাতায় বসে এই সংবাদ জেনে বিরক্ত হলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং। কঠিন শাস্তি যদি দিতেই হয়, তবে তা অতি দ্রুত সমাধা করাই উচিত। বিলম্ব হলে দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। বেশী লোকেদের সব সময় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, ইংরেজ শাসনে কোনো প্রকার অস্থিরচিত্ততা বা সংশয়ের স্থান নেই।

খবরটি প্রথম সীমাবদ্ধ রইলো কলকাতার ইংরেজদের মধ্যে। সুখী, বিলাসী ইংরেজ সমাজে গোপন মৃদু ত্রাসের স্রোত প্রবাহিত হয়ে যায়। কেউ সহজে মুখে কিছু বলে না, কিন্তু চোখে চোখে কথা হয়। সত্যি একজন দেশী সিপাহী ইংরেজ সেনানায়কদের হত্যা করার জন্য গুলি ছুঁড়েছিল? মনুষ্যাধম এই জাতির কোনো একজনের এমন সাহস হয়? অন্য সিপাহীরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেনি? একশো বছর আগে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা আক্রমণ করেছিল কলকাত, তখন সব ইংরেজকেই এই শহর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ঠিক একশো বছর আগে।

ক্রমে এই গোপন ত্রাস আর শুধু মনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, কানাকানি হয়। হিন্দুস্থানে, কোম্পানিদের রাজ্যসীমা বড় বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এত বড় রাজ্য শাসনের জন্য দেশী সিপাহী নিয়ে সৈন্য গড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু কতখানি বিশ্বাস করা যায় তাদের? মঙ্গল পাণ্ডে হয়ে গেল এক বিভীষিকার প্রতীক। মঙ্গল বাদ দিয়ে শুধু পাণ্ডে, তাও ইংরেজরা পাণ্ডে ঠিক মতন উচ্চারণ করতে পারে না। হলো পাণ্ডি। এই পাণ্ডির মতন দুশমন ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে কতজন আছে? যদি সহস্র সহস্র হয়?

মঙ্গল পাণ্ডের ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে, ঈশ্বরী পাণ্ডেরও ফাঁসী হয়ে গেছে, তারপর আর কোনো রকম গোলযোগ দেখা যায়নি। তবু ঘটনাটি ভোলা গেল না।

রাজধানী কলকাতার সুরক্ষার জন্য জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত নয়? ইংরেজ সমাজের অনেকের মধ্যেই এ কথা গুঞ্জরিত হতে লাগলো।

খবরটি কিছুদিনের মধ্যে বাঙালিদের মধ্যেও ছড়ালো। প্রতিক্রিয়া হলো মিশ্র ধরনের। কারুর কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, কারুর কাছে এমন কিছুই না। মঙ্গল পাণ্ডে কী তীব্র নেশাগ্রস্ত কিংবা উন্মাদ ছিল? একমাত্র কোনো বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষেই এমন নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বাকি সিপাহীরাও নীরব এবং নিষ্ক্রিয় ছিল কেন? মঙ্গল পাণ্ডে ব্যর্থ হলেও এর পেছনে কোনো পরিকল্পনা ছিল কি?

একটি তথ্য অবশ্য বেশ মনে দাগ কাটলো বাঙালি সমাজে। পলাশী যুদ্ধের পর ঠিক একশো বছর কেটেছে। এ কথা ইংরেজরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ঠিক একশো বছর, এর কি কোনো গূঢ় মর্ম আছে? ঠিক একশো বছর পার হয়ে আবার কোনো গুরুতর ঘটনা ঘটবে?"

শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গি ও দেশীয় খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,— কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। অজন্য ইংরেজরা তাঁহার নাম Clemency Canning 'দয়াময়ী ক্যানিং' রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদপত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে দুই চারিজন বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীনগুলি বুঝি শুনিতেছে। কিছু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়ে আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, 'হুকুমদার' অর্থাৎ (Who comes there?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, 'রাইয়ত হ্যায়' অথ্যাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।" [১]

১. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃ. ১০৫-৬, ১৯০৯ সনের ২য় সংস্করণের নিউ এজ সংস্করণ

মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স্‌ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহকে 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলেছেন। বারাকপুরের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁরা লিখেছেন— "The revolt of the Bengal army being, beyond doubt, intimately connected with the Persian and Chinese wars.

The alleged cause of the dissatisfaction which began to spread four months ago in the Bengal army was the apprehension on the part of the natives lest the government should interfere with their religion. The serving out of cartridges, the paper of which was said to have been greased with the fat of bullocks and pigs, and the compulsory biting of which was, therefore, considered by the natives as an infringement of their religious prescriptions, gave the signal for local disturbances. On the 22nd of January an incendiary fire broke out in cantonments a shorts distance from Calcutta. On the 25th of February the 19th Native Regiment mutinied at Berhampore, the men objecting to the cartridges served out to them. On the 31st of March that regiment was disbanded. At the end of March the 34th sepoy Regiment, stationed at Barrackpore, allowed one of its men to advance with a loaded musket upon the parade-ground in front of the line and, after having called his comrades to mutiny, he was permitted to attack and wound the Adjutant and sergeant Major of his regiment. During the hand-to-hand conflict, that ensued, hundreds of sepoys looked passively on, while others participated in the struggle, and attacked the officers with the butt ends of their muskets. Subsequently that regiment was also disbanded."[1]

বিনায়ক দামোদর সাভারকার বলেছেন— "I read original letters, numerous documents and hundreds of books both at the Indian House and in the British Museum. I have affirmed that the 1857 memorable event was not just a mutiny. Indeed, it was India's first war of independance."[২] তাঁর কাছে মঙ্গল পাণ্ডে শহিদ। ১৮৫৭ সালের প্রথম বিদ্রোহী মঙ্গল পাণ্ডে, যার মাস্কেট থেকে বিদ্রোহের প্রথম স্ফুলিঙ্গটি বের হয়েছিল। দেশের জন্যই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।

তাঁতিয়া তোপি— সিপাহী বিদ্রোহের বীর সৈনিক
স্কেচ — লেঃ বগ[১]
মঙ্গল পাণ্ডে ২৯ মার্চ বিদ্রোহের দিন লেঃ বগকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিলেন

---

১. এইটটিন [illegible] ফিফটি সেভেন— সুরেন্দ্রনাথ সেন

■ **মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর ঐতিহাসিক মূল্য পাননি**

শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় সিপাহী বিদ্রোহ মেনে নিতে পারেনি। "সিপাহী বিদ্রোহকে বাঙালী ঘৃণামিশ্রিত শঙ্কার সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। তখনও ইংরাজ শাসনের প্রতি বাঙালীর অকুণ্ঠ বিশ্বাস; কাজেই যে-সিপাহিগণ ইংরাজ সরকারের শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনকে বিচূর্ণ করিয়া অরাজকতার বন্যা বহাইয়া দিতেছিল, সেই সিপাহীদের প্রতি বাঙালী জনসাধারণের আদৌ সহানুভূতি ছিল না।... সিপাহী বিদ্রোহের সহিত সমগ্র জাতির যোগস্থাপন হয় নাই। ইংরাজী শিক্ষার মাদকরসে হতচেতন বাঙালী এই বিদ্রোহকে বিষম সামাজিক উৎপাত বলিয়া ঘৃণা করিয়াছিল।" [১]

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— "সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" [২]

ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লিখেছেন এবং বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেছেন। সিপাহীদের সম্পর্কে তাঁর ক্রোধ এভাবে বর্ণনা করেছেন—

পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিতে কত।।
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত।।
শুনিয়া বধির হতেছি কানে।
সহে না সহে না প্রাণে।।

নানাসাহেব সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন—

কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হল 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা কোকিল ছানা।
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে দস্যি ভেড়ে নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন, না করিতে পারে।

---

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য— শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৪৮
২. আনন্দমঠ— প্রথম সংস্করণ

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের আতঙ্ক
ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই

সৌজন্য : বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

নানাসাহেব সম্পর্কে তিনি আবার লিখেছেন—

নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না।
অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা।।
ভাল-দোষে ভাল তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ।।

রানি লক্ষ্মীবাইকেও ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর আক্রমণ থেকে রেহাই দেননি—

"হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁন্সির রাণী
ঠোঁটকাটা কাকী
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকি,
শেয়ালের দলে।
এত দিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।
হয়ে শেষ নানার নানী
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী
দেখে বুক ফাটে
কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গিগিরি খাটে?"

ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করে তিনি লিখেছেন—

এই ভারত কিসে রক্ষা রবে, ভেব না মা, সে ভাবনা।
সেই তাঁতিয়া টোপির মাথা, আমরা ধরে দেব নানা।।

কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'মালতি-মাধব' নাটকে ভিক্টোরিয়ার প্রতি একটি গানে আনুগত্য প্রকাশ করেছেন—

"ভারতের কর্ত্রী যিনি ভিক্টোরিয়া মহারাণী;
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয় পুত্র স্বামী সনে
দুরাত্মা বিদ্রোহী দল, যাক সবে রসাতল,
রাজকরে হোক বল, দুর্জ্জয় হউক রণে।"

সিপাহী বিদ্রোহের সাহসী যোদ্ধা
নানা সাহেব

সৌজন্য : বারাকপুর গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়

■ তৎকালীন সাময়িক পত্রেও[1] সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছে

❑ *সম্বাদ ভাস্কর*

২০.৬.১৮৫৭

"... বৃটিস বিধৃত ভারতবর্ষবাসী প্রজাসকল নির্ভয় হও, 'ছেলেধরা' একটা কথামাত্র শুনিয়াছিলে, সিপাহীধরা প্রত্যক্ষ কর, গত বুধবার গঙ্গীতীরে বহুলোক দণ্ডায়মান ছিলেন তাঁহারা দেখিয়াছেন হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ী, পাঁচশত সিপাহী ধৃত হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতাবাসীদিগের আর ভয় নাই, যে সকল বিদ্রোহীরা দিল্লী প্রদেশে শিবির স্থাপন করিয়াছিল তাহারা দুইবার হাজির হইয়া গাজীউদ্দিন স্থানে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, রাজসৈন্যরা তাহাদিগকে কচুকাটা করিয়াছে। অবশিষ্টেরা রণে পলায়নপর হইয়াছে।"

সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর ছাড়াও সেই সময়কার হরিশ মুখার্জীর 'হিন্দু পেট্রিয়ট', শ্যামানন্দ সেনের 'সমাচার সুধাবর্ষণ' সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন না করার পাশাপাশি রাজশক্তির জয়গান গেয়েছে অকপটে।

❑ *সংবাদ প্রভাকর*

সংবাদ। ১৪.২.১২৬৪/২৬.৫.১৮৫৭

"সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহী সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশের জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজে যে সবা করিয়াছিল তাহাতে শ্রীযূত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযূত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযূত বারু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযূত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযূত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযূত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিষয় সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েকদল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেন্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহীদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোনরূপ সহায়তা না করাতে গবর্ণমেন্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে

১. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র— বিনয় ঘোষ

তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহী সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে, যেহেতু এই ভ্রমের কোন কারণ নেই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের প্রতি যদ্যপি কোনপ্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।

৫। এই সভার বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। এই সভার বিবরমের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।"

❑ *সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত*

৭.৩.১২৬৪/২০.৬.১৮৫৭

"কয়েকদল অধার্মিক অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা—বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশপূর্বক রাজবিদ্রোহী হওয়াতে রাজ্যবাসী শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দু স্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর। তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর, সকল উপদ্রব নিবারণ কর, প্রজা বৎসল সুধার্ম্মিক সুবিচারক বিট্রিস গবর্ণমেন্টের জয় পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর। অত্যাচারি অপকারি বিদ্রোহকারি দুর্জ্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর—যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহারদিগ্যে দণ্ডদান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ—বৃক্ষের ফলভোগ করুক।"

"...ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙালি ব্যূহ যেরূপ সুখসচ্ছন্দতা সম্ভোগপূর্বক সানন্দে বাস করিতেছেন, কস্মিন্‌কালে তদ্রুপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপে স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা এবং ধর্ম, কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের

লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন আমরাও অবিকল সেইরূপ পৃথিবীশ্বরী ইংলন্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।"

"... হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ। আমরা আর অধিক কি নিবেদন করিব? সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষ গবর্ণর জেনারেল শ্রীযুত লর্ড কেনিং বাহাদুর তোমারদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের অখলতা, নির্ম্মলতা এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্ব্বল অত্যন্ত ভীত সাহসহীন, মাছ, ভাত খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনার দিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার কস্মিকালে অরির-ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্য্যন্ত এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে, এই মহদ্‌গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতেছে, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম জন্য ধর্ম্ম তোমারদিগের ক্রমেই মঙ্গল করিবেন। এবং লর্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপা বিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন।

... পিপীড়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আপনার নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ করে, কেশে ঘাস নিজে সংহার পাইবার জন্যই পুষ্প ধারণ করে। অধুনা সিপাহিদিগের সমর সজ্জা আপনার দিগের নিপাতের নিমিত্ত সেইরূপ হইয়াছে তাহাতে সংশয় কি? যে অবোধ পর্ব্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তি সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের বাতাসে পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত; যদি চটক পক্ষি চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে শোষন করিতে পারিত, যদি মেশ শাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল দিতে পারিত, তবে একদিন সিপাহিদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে?

... হে বাঙালি মহাশয়েরা। এ বিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ণ করুন। পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক, লর্ড বাহাদুরের অভিলাষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হউন। বিদ্রোহানল এখনি নির্ব্বাণ হউক।"

সিপাহি বিদ্রোহকে নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত বিদ্রূপাত্মক ছড়া। ৭.৩.১২৬৪। ২০.৬.১৮৫৭

"জয়জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার।।
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্ছাময়।।
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়।।...
বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রনবেশ, কর সম্বরণ।
এতদিন অধীনতা করিয়া স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, করেছ প্রচার।।
ব্রিটিস সমর শিক্ষা, শিখে সমুদয়।
বাহুবলে কত দেশে, করিয়াছ জয়।।
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার।
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার।।
এখন তোমরা কার, কুচক্রেতে ভুলে।
করিতেছ অত্যাচার, রাজ প্রতিকূলে?

কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে?
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে।।
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলে খেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা।।

যে সব "সেফাই" আছে ব্রিটিসের বশ।
একমুখে কি কহিব, তোমাদের যশ।।
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে।
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে।।'

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায় সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধেই লিখেছেন। তিনি 'হিন্দু' এই ছদ্মনামে লিখেছেন— "It was the general good will of the population which rendered the suppression of the Military Mutiny both practicable and beneficial."

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায় ও সাময়িক পত্রের মনোভাব থেকে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব গড়ে উঠতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়নি। প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বহুদিন পূর্বেই। পত্রপত্রিকার তথ্য থেকে তা স্পষ্ট।

চানক-বারাকপুরে সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে যে আলোচনা চলছিল তা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এবং সাক্ষীদের বয়ান থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। মঙ্গল পাণ্ডেকে যে বারাকপুরের বিদ্রোহের নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তা কোর্ট মার্শালের সাক্ষীদের বয়ান থেকে বোঝা যায়। সার্জেন্ট মেজর হিউসন ট্রায়ালে জানিয়েছিল— মঙ্গল পাণ্ডে চিৎকার করে বলছিল, 'তোমরাই আমাকে পাঠিয়েছো, এখন আসছ না।

❑ *সম্বাদ ভাস্কর*

সংবাদ। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ বারাকপুর

"উক্ত স্থানীয় হিন্দু সিপাহীরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বজাতীয় বাহিনীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরামর্শ করিয়াছে তাহারা প্রাণান্তেও ব্রিটিসাজ্ঞায় কর্ম করিবেক না, গবর্ণমেন্ট এতৎ সম্বাদ শ্রবণে অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের কয়েকজন মান্য সাহেবকেও বারাকপুরের সিপাহীদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহারা বাহিনী সদনে গিয়া কৌশল ক্রমে তাহারদিগের মনোমালিন্য দূরীকরণ করিবেন, আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছিলাম গবর্ণমেন্ট গৃহ বিচ্ছেদ নিবারমে মনোযোগী হউন কিন্তু ইংরাজ রাজ তখন তাহা শুনেন নাই, এইক্ষণে বিপদে ঠেকিয়া বাহিনীদিগের তোষামোদপূর্ব্বক গৃহবিচ্ছেদ উচ্ছেদ নিমিত্ত চেষ্টা পাইতে হইতেছে, পরমেশ্বর রাজপুরুষদিগের চেষ্টা সফল করুন"।

❑ *সংবাদ ভাস্কর*

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭। ১৩১ সংখ্যা, বারাকপুর

বারাকপুরে বাহিনীদিগের গোলযোগ নিবারণ হইয়া গিয়াছে, জেনেরল হিয়রসে সাহেবের উপদেশে সিপাহীরা শান্ত মুর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

❑ *সম্পাদকীয় । ২৪ জানুয়ারি ১৮৫৭*

"... হিন্দু সিপাহীরা কহে ইংরাজেরা কৌশলক্রমে তাহারদিগকে খ্রীষ্টিয়ান করিতে বসিয়াছেন, তাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবেক না, কাগজমণ্ডিত যে টোটার মধ্যে গুলিবারুদ থাকিত সিপাহীরা হস্ত দ্বারা তাহার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পরিপূর্ণ করিত এইক্ষণে সেনাপতিরা কহেন হস্ত দ্বারা কৌটার মুখ খুলিয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে অধিক বিলম্ব হয়, দুই হস্ত সংযুক্ত না করিলে সে কর্ম্ম সম্পন্ন করা যায় না অতএব দন্ত দ্বারা কৌটার মুখ ছিঁড়িয়া বন্দুকে গুলি বারুদ পুরিতে হইবেক, সিপাহীরা কহে কৌটার ভিতর চর্ব্বি থাকে, দন্ত দ্বারা কাগজ কাটিতে হইলে তাহারদিগের জাতি নাশ হইবেক, প্রথমতঃ দমদমাস্থ সিপাহীরা এই আপত্তি করিয়াছিল ইহাতে সেনাপতিরা উত্তর করিলেন "দানাপুরের সিপাহীরা এইরূপ করিতেছে তোমরা কেন করিবা না? ইহাতে দমদমাস্থ

সিপাহিরা দানাপুরস্থ সৈন্যশিবিরে পত্র লিখিয়াছিলেন, দানাপুরীয়েরা উত্তর লিখিল "আমরা ইহা স্বীকার করি নাই এবং প্রানান্তেও করিব না।" দানাপুর শিবির হইতে এই উত্তর আসিলে চানকাদি স্থানীয় সৈন্য শিবিরে সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল ইহাতেই প্রায় সর্ব্বস্থানীয় হিন্দু সিপাহীরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে আর ইংরাজদিগের অধীনে যুদ্ধ করিবেক না,..."

তাছাড়া বিদ্রোহের আগে বারাকপুরে টেলিগ্রাফ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া, অফিসারদের বাংলোয় আগুন লাগানো এসব ঘটনাও চলছিল।

■ মঙ্গল পাণ্ডে কি নেশাগ্রস্ত মানুষ ছিলেন

সম্প্রতি কেউ কেউ বলছেন মঙ্গল পাণ্ডে নেশাগ্রস্ত মানুষ ছিল এবং হঠাৎই নেশার ঘোরে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে বীর হয়ে গেছে। মঙ্গল পাণ্ডে নিজেই কোর্ট মার্শালে বলেছে— সবে আমি আফিং ও ভাঙের নেশা ধরেছি। কিন্তু এর আগে কখনও এসব স্পর্শ করেনি। মঙ্গ ল পাণ্ডের এই স্বীকারোক্তি থেকে এটা বলাই যেতে পারে হতাশা থেকেই তিনি হয়ত এমন কাজ করেছিলেন। সে কারণে তাঁর সমগ্র লড়াইকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার চরিত্রে কোন খারাপ দিক সিপাহী থাকাকালে রেজিমেন্টের নজরে আসেনি। বরং তার চরিত্র যে ভালো, সেকথাই বলা হয়েছে। ট্রায়ালে ক্যাপ্টেন ড্রুরির বয়ান থেকে তা জানা যায়।

■ মঙ্গল পাণ্ডে বারাকপুরে ইউরোপীয়দের গতিবিধির খবর রাখত

মঙ্গল পাণ্ডে অস্থির মতির মানুষ ছিলেন না। পরিস্থিতির দিকে তাঁর নজর ছিল। বিদ্রোহের সময় মঙ্গল পাণ্ডে চিৎকার করে বলছিলেন, 'ইউরোপীয়রা এসে গেছে, এবার দাঁত দিয়ে কার্তুজ কাটতে হবে। আমাদের জাতধর্ম নষ্ট হবে। তৈরি হও। সবাই বেরিয়ে এস।' একথার সত্যতা প্রমাণিত হয় ট্রায়ালে হুইলারের বয়ান থেকে। হুইলারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল— ২৯ মার্চ বারাকপুরে কি কোন ইউরোপীয় সৈনদল এসেছিল? হুইলার উত্তরে জানান— ফ্ল্যাগ স্টাফ ঘাটে কিছু এসেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় মঙ্গল পাণ্ডের নিশ্চয় খবর পাওয়ার কোন উৎস ছিল।

বিদ্রোহের শুরু থেকেই মঙ্গল পাণ্ডে অবিচারের শিকার। তাঁর সাথীদের বিদ্রোহে সামিল হবার জন্য ডাক দিলেও কেউ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি। যদি তারা সেদিন মঙ্গল পাণ্ডের পাশে এসে দাঁড়াত বারাকপুরে অন্য এক ইতিহাস রচিত হত।

দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে আর হীরালাল তেওয়ারি ছাড়া কারও সাহায্য মঙ্গল পাণ্ডে পাননি। বরং লান্স নায়েক শেখ পল্টু ইংরেজদের হয়ে কাজ করেছিল। মঙ্গল পাণ্ডের সঙ্গে সার্জেন্ট মেজর হিউসন এবং লেঃ বগের লড়াই চলাকালে সে মঙ্গল পাণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে, যদিও সে মঙ্গল পাণ্ডেকে কাবু করতে পারেনি। সে সময় কোয়ার্টার গার্ড থেকে বেরিয়ে এসে সিপাহী হীরালাল তেওয়ারি তাঁকে সাহায্য করে। সেখ

পল্টুকেঅন্যান্য সিপাহীরা গালিগালাজ করে, পাথর ছুঁড়ে মারে। আঘাত পেয়ে সে মঙ্গল পাণ্ডেকে ছেড়ে দেয়, এ কথা সেখ পল্টু নিজেই ট্রায়ালে বলেছে। ৭দিনের মধ্যে সেখ পল্টুর লান্স নায়েক থেকে হাবিলদারে পদোন্নতি হয়। ৬ এপ্রিল ট্রায়ালে আদালতের প্রশ্নে সে জানায়— আমি এখন হাবিলদার।

মঙ্গল পাণ্ডে তাঁর সাথীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সমর্থন না পেলেও তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করেননি। কোর্ট মার্শাল চলাকালীন তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যান্য সিপাহীদের নাম ফাঁস করে দেওয়ার কথা বললে তিনি তা প্রকাশ করেননি। The Prisoner was asked frequently he would give up the names of any one connected with the occurrence and was given to understand that he had nothing to fear from his own Regiment by disclosing anything, but he refused to state more than the above.

Sd/- **W A COOKE,** ***Major, Field Officer of the week***

Sd/- **F E CHRRIER,** *Ensign, Interpreter and Quarter Master of the week*

Sd/- **C GRANT,** Brigadier, Commanding at Barrackpore

শুধু তাই নয়, তিনি অন্যের নির্দেশে কাজ করেছেন কিনা জানতে চাইলে তাঁর সতর্ক উত্তর ছিল— আমি নিজের ইচ্ছায় এ কাজ করেছি, আমি মরতেই চেয়েছিলাম। অন্যের নাম বললেই তার উপরে চাপ বাড়তো নাম প্রকাশ করার জন্য। আর তার পরিণতিতে সেইসব সিপাহীদের ভাগ্যে জুটতো কোর্ট মার্শালের শাস্তি। মঙ্গল পাণ্ডের প্রতি তাঁর সাথীরা অবিচার করলেও মঙ্গল পাণ্ডে কিন্তু তা করেননি।

■ মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণায় সদস্যদের মতভেদ

বিদ্রোহের দিন মঙ্গল পাণ্ডে এক ইউরোপীয়কে গুলি করে হত্যা করে— এরকম কথা বেশ কিছু গ্রন্থে লেখা হয়েছে। এমনকি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ক অভিধানেও সেকথা লেখা আছে। কিন্তু এরকম তথ্যের উৎস কি? মঙ্গল পাণ্ডের বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ আনা হয়েছিল কিন্তু হত্যার কোন অভিযোগ ছিল না। আবার ইংরেজ এবং দেশীয় উভয়ই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা হত্যার কথা বলেনি।

কোর্ট মার্শালের সদস্যরাও মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। ১৪জন সদস্যের মধ্যে ১১জন মৃত্যুর পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। আসলে মঙ্গল পাণ্ডেকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বোধহয় সিপাহীদের একটা শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কমান্ডর-ইন-চিফ-এর সাধারণ রিপোর্টেই তা পরিষ্কার।

কমান্ডার ইন চিফ সি. চেস্টার সিমলায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয় থেকে একটি আদেশ পাঠান। তাতে বলা হয় প্রতিটি গ্যারিসনে এই আদেশ পড়ে শোনাতে হবে। সেই আদেশে দুটি অভিযোগে অভিযুক্ত মঙ্গল পাণ্ডের দণ্ডাদেশ 'এপ্রুভড' এবং 'কনফার্মড' লিখে তলায় ৭ এপ্রিল ১৮৫৭ তারিখ উল্লেখ করে স্বাক্ষর করেন মেজর জেনারেল হিয়ার্সে। পরে 'রিমার্কস' অংশে লেখা হয় ৮ এপ্রিল ভোর সাড়ে ৫টায় মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হবে।[১] স্বধর্ম রক্ষা করা বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ হলেও সিপাহীরা সেসময় নানাভাবে

১. পরিশিষ্ট-৩

বঞ্চিত হত। অপরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরে সিপাহীরা থাকত। পদোন্নতির সুযোগ ছিল কম। একজন সিপাহীর যত অভিজ্ঞতাই থাকুক না কেন ইংল্যান্ড থেকে আসা নিম্নপদস্থ মর্যাদার সেনাপতির হুকুম তাকে মেনে চলতে হত। বিদ্রোহের পশ্চাতে এসব কারণ সিপাহীদের অবচেতন মনে নিশ্চয়ই ক্রিয়াশীল ছিল।

বারাকপুরের বিদ্রোহ মানেই মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ। অবশ্য ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ বলতে চান না, কেননা সিপাহীদের অংশগ্রহণ এতে ছিল না। কিন্তু মঙ্গল পাণ্ডের মাস্কেটের গুলি বুঝিয়ে দিয়েছিল প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেও গর্জে ওঠা যায়। পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহ যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার বীজটি মঙ্গল পাণ্ডে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বারাকপুরের মাটিতে। বারাকপুরের বিদ্রোহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষও বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় সিপাহীদের লড়াই সাধারণ মানুষের লড়াইয়ে পরিণত হয়েছিল।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মহাযুদ্ধের পরিণতি হিসাবে 'অ্যাক্ট ফর দ্য বেটার গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া' আইন পাশ করে, 'ভারত বিষয়ক মন্ত্রীত্ব পদ' সৃষ্টি করা হয়। মহারানি ভিক্টোরিয়া ঘোষণাপত্র জারি করে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করে, স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয়। আর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল মহাবিদ্রোহের পরই দাবি উঠল— চাই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার। স্বাধীনতার লাভের স্পৃহা দেখা দিল ভারতবাসীর মধ্যে।

স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে মঙ্গল পাণ্ডে নিশ্চয়ই লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। তবুও একটা প্রশ্ন উঁকি মারে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন প্রতিপক্ষের কাছে ধরা দেওয়ার পরিবর্তে আত্মবিসর্জনকে বেছে নিতেন মঙ্গল পাণ্ডেও কিন্তু সেই পথই বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তিনি তো স্থির বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। কি বলব তাঁকে— নেশাগ্রস্ত মানুষ! বিদ্রোহের পর জয়গান করা তো দূরে থাক সিপাহীদের ভাগ্যে জুটেছিল মৃত্যু, বিরুদ্ধ মন্তব্য আর অপমান। মঙ্গল পাণ্ডেও তো তাঁদেরই একজন ছিলেন। আজও তাঁর মৃত্যুদিন নীরবে চলে যায়। সেকাল আর একালের মধ্যে এক অদ্ভুত বোঝাপোড়া।

ড. জহর সেন[১] মঙ্গল পাণ্ডের যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন। তিনি লিখেছেন—
"কখনও হাঁটি হাঁটি পা পা, কখনও দৌড়, কখনও হাইজাম্প, কখনও লঙ্ জাম্প, নানাভাবে সমাজে পরিবর্তন আসে। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চিন বিপ্লব, এগুলি হলো সমাজের লঙ্ জাম্প। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ হলো হাইজাম্প। বহরমপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে ২৬ ফেব্রুয়ারি, বারাকপুরে ঘটে ২৯ মার্চ। ৮ এপ্রিল মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি হয়।

---

১. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ও গবেষক

কালক্রমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল দিল্লি, কানপুর, অযোধ্যা, বিহার, ঝাঁসী, রাজপুতানা, মধ্যভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে। ১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরাটে সেনাবাহিনী ঘোষণা করে, "দিল্লি চলো"। এই তারিখ থেকেই সিপাহী বিদ্রোহ হয় রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত।

বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে এই বিদ্রোহের দুটি বৈশিষ্ট স্মরণীয়। প্রথমত, সে-সময় ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা এতটুকুও ছিল না। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর পরম্পরা ছিল দৃঢ়মূল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা ভারতবর্ষে ছিল না। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার একটি নজিরও কোথাও মেলেনি, তৎকালীন ইংরেজ প্রসাসনের শত প্ররোচনা ও চেষ্টা সত্ত্বেও। নানাসাহেবের পাশে ছিলেন আজিমুল্লা খাঁ, ঝাঁসীর রাণীর ছিল আফগান অনুচর এবং বাহাদুর খাঁর সহচর ছিলেন শোভারাম।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় হলো, হিন্দু মুসলমান সবাই মেনে নিয়েছিল বাহাদুর শাহ-ই ভারতবর্ষের সম্রাট। মনে রাখতে হবে, বিদ্রোহের প্রথম দিকে বিদ্রোহী সেনাদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। মোগল-মারাঠা লড়াই ইতিহাসে সুবিদিত। কিন্তু পেশোয়া নানাসাহেব দিল্লীর বাহাদুর শাহকেই ভারতবর্ষের সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন। নানাসাহেবের মুদ্রায় বাহাদুর শাহের নাম অঙ্কিত ছিল। তাঁর আদেশ বাহাদুর শাহের নামেই প্রচারিত হয়েছিল। হিজরী ও সম্বৎ ছিল একত্রে পাশাপাশি মুদ্রিত। হতে পারে, বাহাদুর শাহ দুর্বল, পঙ্গু ও ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু তিনি ছিলেন বাবর ও আকবরের বংশধর। বাবর বিদেশী নন, ভারতীয়। তাঁদের শেষ বংশধর বাহাদুর শাহও বিদেশী নন, ভারতীয়। সিপাহী বিদ্রোহের এই উত্তরাধিকার আমাদের চেতনাকে পুষ্ট করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে দেশ জুড়ে ছড়িয়েছিল আতঙ্ক। বিনা বিচারে বন্দী ছিল শত সহস্র মানুষ। সরকারি জিঘাংসা ছিল মাত্রাধিক। রাজশক্তি ছিল নির্মম নিষ্ঠুর। মঙ্গল পাণ্ডে প্রাণ দিলেন স্ব-ধর্ম রক্ষার জন্য। তিনি ছিলেন জীবন্ত সমাজশক্তির প্রতীক।..."

স্বাধীনতার ৫৮ বছর পর হলেও মঙ্গল পাণ্ডের আবক্ষ মূর্তি বসেছে তাঁর লড়াইয়ের সেই অগ্নিগর্ভ বারাকপুরে। বারাকপুরের পাশেই প্রাচীন জনপদ মণিরামপুর। এই অঞ্চলেই এক বৈরাগী একসময় গান গেয়ে বেড়াতেন—

"কি সর্বনেশে কথা যাদু বলি গো তোমায়,
কলিযুগের মাহিত্যম্ দোষ দিও না আমায়।
হায় হায়রে যাদু, বলি গো তোমায়
ফাঁসিকাষ্ঠে মরণ হইল পাণ্ডে মহাশয়।"[১]

১. বাংলার পল্লীগীতি— চিত্তরঞ্জন দেব

বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের স্মৃতিসৌধ

Ode to another forgotten sepoy

RAKEEB Hossain
Kolkata, August 11

THERE WAS another 'rising' that took place 33 years before the one that Aamir Khan will be reenacting on screens across India today. And like Mangal Pandey, the protagonist of the earlier mutiny, too, was from Barrackpore.

Only, his is a story long forgotten. Binde Tiwari was "possibly" the first sepoy to organise a revolt against the British and was subsequently hanged for his refusal to carry out the order. But few Indians, today, have heard of him.

The 1824 revolt continued for nearly a month and the British had to call in three battalions to suppress it.

"With all due respect to Mangal Pandey for his heroic act in 1857, Bhindee Tiwari, too, deserves a special place in India's freedom struggle. For it was Binde who had led the first mutiny by native sepoys, way back in 1824. But unfortunately, his story remains locked in military files. His name finds a sketchy mention in a few books on Indian history," said Kanaipada Roy, a professor at the local Swami Mahadevananda College. Roy is writing a book on Barrackpore's history, *Aythijher Aloy Chanak-Barrackpore*. The book, scheduled to be published in September, will throw light on the events that led to the 1824 revolt and Binde's subsequent hanging.

According to Roy, on October 13, 1824, the 47 Native Infantry was asked to march towards Burma

The sepoys refused to go Burma as it involved crossing the sea.

Colonel Cartwright, the commanding officer of 47 Native Infantry, tried to pacify the sepoys, even offering double the fees.

But still the resistance continued.

On October 30, a final order from the commander in chief of the British army said the regiment would have to go. But the sepoys, led by Binde, refused. The next day they declared a revolt and assembled together to fight the British army.

The governor was informed about the mutiny and sent General Dolzel with three British Army battalions. They surrounded the 47 Native Infantry from three sides and attacked them on November 2. Many sepoys died fighting, some got drowned when they jumped into the Hooghly to escape. Others subsequently surrendered.

"Eleven sepoys were court-marshalled and hanged, but Bhindee managed to escape. He evaded arrest for some time, despite a prize on his head but was finally caught on November 7 and publicly hanged with chains on November 10.

"His body left to hang from a peepal tree for three days in Sadar Bazar area of Barrackpore, to teach the natives a lesson," said Roy, who claims he got the information from old military files.

Binde isn't completely unheard of among locals. "Mangal Pandey is a national symbol of the freedom struggle, but Binde Tiwari has more public appeal. Unfortunately, he has never been highlighted or given his proper place in history," says Supriyo Munshi, director, Gandhi Museum. Years ago, he had become a god-like figure and a temple came up near the race course inside the Barrackpore military barracks, with a statue of a man in uniform inside. No wonder, locals now worship him as Binde *baba*.

হিন্দুস্তান টাইমস— ১২.৮.০৫ প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার

Sepoy Mutiny at Barrackpur, 1824

''Barrackpur has played an important part in two Sepoy mutinies, of which I condense the following account from Sir I W. Kaye's admirable work on the Sepoy War, Vol. 1., pp. 266-269, 495 et seq.. — In 1824, during the Burmese War, Bengal troops were needed to take part in the operations, but a difficulty arose as to transport. The Sepoys had not enlisted to serve beyond the seas, but only in countries to which they could march. The regiments were therefore marched to the frontier station of Chittagong and there assembled for the landward invasion of Burmah. Several corps had already marched, and the 47th Bengal Infantry had been warned for foreign service, and was waiting at Barrackpur whilst preparations were being made for its march. Meanwhile the British troops had sustained a disaster at Ramu, a frontier station between Chittagong and Arakan, and the news, grossly exaggerated, reached Lower Bengal. Strange stories found their way into circulation as to the difficulties of the country to be traversed, and the prowess of the enemy to be encountered. The willingness which the Sepoys had shown to take part in the operations beyond the frontier began to subside, and they were eager to find a pretext for refusing to march on such hazardous service. This excuse was soon found. There was a scarcity of available carriage-cattle for the movement of the troops. Neither bullocks nor drivers were to be hired, and extravagant prices were demanded for wretched cattle not equal to a day's journey. The utmost efforts of the commissariat failed to obtain the needful supply. In this conjuncture, a lie was circulated through the Sepoy lines at Barrackpur, that as the Bengal regiments could not be marched to Chittagong for want of cattle, they, would be put on board ship and carried to Rangoon, accross the Bay of Bengal. Discontent developed into oaths of resistance, and the regiments warned for service in Burmah vowed they would not cross the sea.''

The 47th Regiment, commanded by Colonel Cartwright, was the foremost in the movement. that officer endeavoured, by conciliatroy

measures, to remove the cause of complaint; and Government offered to advance money for the purchase of such cattle as could be obtained. These measures were without avail, and the regiment broke out into mutiny on parade on the 30th October. The Sepoys declared that they would not proceed to Burmah by sea, and that they would not march unless they were allowed 'double batta.' Another parade was held on the 1st November. when the behaviour of the Sepoys was still more violent. The Commander-in Chief, Sir Edward Paget, a stern disciplinarian, next appeared on the scene. He proceeded to Barrackpur with two European regiments! a battery of European artillery, and a troop of the Governor-General's Bodyguard. Next morning the rebellious regiment was drawn up in race of the European troops, but they still clung to their resolution. After some ineffectual attempts at explanation and conciliation, the men were told that they must consent to march or ground their arms. Not seeing the danger—for they were not told that the artillery guns were loaded with grape, and the gunners ready to fire—they refused to obey the word, and the guns opened upon them. The mutineers made no attempt at resistance, but broke at once, and, throwing away their arms and accoutrements, made for the river. Some were shot down some were drowned. Many of the leading mutineers were hanged the regiment was struck out of the Army List.''

(A Statistical Account of Bengal— 24pgs — Hunter– Govt. of W.B. Ed. 1998, P. 75)

''But whatever might have been the causes, the mutiny at Barrackpur in November, 1824, made a deep impression upon the sepoys, and the memory of the martyrs for the cause of religion was long cherished by them with reverence. This was brought to light in the issue of the Englishman of Calcutta, dated May 30, 1857. In view of the very interesting light it throws on the revolutionary mentality of the sepoys, the extract may be quoted in full : "A circumstance has come to our knowledge which, unless it had been fully authenticated, we could scarcely have believed to be possible, much less true.

"When the Mutiny at Barrackpore broke out in 1824, the ringleader, a Brahmin of the 27th Regiment Native Infantry, was hanged on the edge of the tank where a large tree now stands, and which was planted on the spot to commemorate the fact. This tree,

sacred Banian, is pointed to by the Brahmins and others to this day, as the spot where an unholy deed was performed, a Brahmin hanged.

"This man was at the time considered in the light of a martyr and his brass pootah or worshipping utensils, consisting of small trays, incense-holders, and other brass articles used by Brahmins during their prayers, were carefully preserved and lodged in the quarter-guard of the Regiment. where they remain to this day; they being at this moment in the quarter-guard of the 43rd Light Infantry at Barrackpore.

"These relics, worshipped by the sepoys, have been for thirty-two years in the safe-keeping of Regiments, having by the operation of the daily relief of the quarter-guard, passed through the hands of 233,600 men and have served to keep alive, in the breasts of many, the recollection of a period of trouble, scene of Mutiny and its accompanying swift and terrible punishment which, had these utensils not been present to their sight as confirmation, would probably have been looked upon as fables, or at the most as very doubtful stories."

Such memories and memorials were undoubtedly important factors in the outbreak of the mutiny in 1857.''

(Histroy of the Freedom Movement in India— Vol.-1, p. 101, R. C. Majumdar)

Sepoy Mutiny at Berhampore, 1857

"The first organized outbreak of the sepoys in the Mutiny of 1857 took place at Berhampore, which at the time was cantoned by the 19th Regiment of Native Infantry, a corps of irregular cavalry, and two 6-pounder guns manned by native gunners. The following account of the outbreak is quoted from Forrest's *History of the Indian Mutiny* : "The rumours regarding the greased cartridge did not take long in reaching Berhampore. Early in February, a Brahman pay-havildar, a man of good character, said to Colonel Mitchell, commanding the 19th Regiment Native infantry 'What is this story everybody is talking about, that Government intends making the native army use cows' and pigs' fat with the ammunition for their new rifles? Colonel Mitchell asked him if he believed there was any truth in report; he replied he could not believe it. On the 24th of February, a small detachment of the 34th Native Infantry reached the station, and they were anxiously questioned by the men of the 19th as to the truth of the story regarding the greased cartridges. What they heard re-awakened their fears. Next day, when Colonel Mitchell ordered a parade for exercise with blank ammunition for the following morning, the men refused to receive the percussion caps served out to them in the evening, saying 'there was a doubt how the cartridges were prepared.' Upon receipt of this intelligence, Colonel Mitchell went down with the Adjutant to the lines, and called up all the native commissioned officers in front of the quarter-guard, and explained to them that the cartridges about to be served out in the morning were the cartridges made up by the 7th Regiment Native Infantry upwards of a year ago, and that they had better tell the men of their companies that those who refused to obey the orders of their officers were liable to the severest punishment. Two of the native officers afterwards swore that he said that they must take the cartridges, otherwise they would be sent to Burma or China where they would die but the statement was contradicted by their commanding officer. Colonel Mitchell, after ordering a morning parade of all the troops, returned home. About ten or eleven at night,

as he was falling asleep, he heard the sound of drums and shouts proceeding from the lines. 'I dressed immediately, went over to my Adjutant's quarters, and directed him to assemble all the officers at my quarters quietly. I then went to Captain Alexander, and directed him to bring his cavalry as soon as possible into cantonments, and to be ready at some distance on the right of our lines. I then went to the artillery lines and got the detachment of artillery, guns and ammunition and for immediate action. I must explain that by the time I got to the Adjutant's quarters, the drill-havildar of the regiment was making his way to the Adjutant's quarters. I asked what was the disturbance in the lines he said the regiment had broken open the bells-of-arms. and had forcibly taken possession their arms and ammunition, arid that they had loaded their muskets. As soon as I got the cavalry and artillery ready, I marched down with the officers of the regiments to the lines. I found the men in undress formed in line and shouting. Some voices among them called on 'Do not come on, the men will fire.'

"Colonel Mitchell then loaded the guns with grape, and, leaving them in range, dismounted some of the troopers, and marched down on the men. He sounded the officers' call, on which a number of native officers and sepoys surrounded him. He demanded the meaning of the disturbance. The native officers made all kinds of excuses, begging that he would not be violent with the men. He then addressed them, and pointed out the absurdity of their fears and the gravity of their offence. '1 told the officers they must immediately call upon the men to lay down their arms; the native officers told me the men would not do so in the presence of the guns and cavalry, but if I would withdraw them, they would go quietly to their lines. This was about three in the morning. I ordered a parade at sunrise, and retired, sending the cavalry to their lines and the guns to the magazine.' The next morning the regiment fell in for parade without asymptom of insubordination. After inspection, Colonel Mitchell had the Articles of War read to the men, saluted the colours, and dismissed them.

"The action of Colonel Mitchell was severely criticised at the time. It has been urged that he should have made no concession to the demand of sepoys with arms in their hands and in open mutiny. Colonel Mitchell, however, in his defence before the court of inquiry

held to investigate his conduct, maintained that he made no compromise with the men, and that before he ordered the guns and cavalry off, the native officers declared to him that some of the companies had lodged their arms, and that the rest were doing so. The Governor-General, in his minute referring to the proceedings of the court. remarked 'It is no doubt true that there was no arranged bargain between Lieutenant-Colonel Mitchell and his men but whereas it was his duty to listen to no proposals, and to accept no assurances, until he had satisfied himself, through his European officers, that every musket in the ranks was laid down, he did yield to representations made on behalf of a regiment in mutiny, with arms in its hands, and he did so in order to obtain from them that which he ought to have exacted as an act of obedience. It is impossible not to view the mode in which Lieutenant-Colonel Mitchell withdrew the coercing force as a triumph to the mutinous sepoys." It must, however, be borne in mind that Colonel Mitchell had only 200 men to coerce 800 sepoys, and, as he told the court of inquiry, he was uncertain 'whether, if it came to a fight, we were able to coerce the men of the 19th Native Infantry, and that I was in consequence exceedingly desirous of avoiding a collision. The subsequent career of the native cavalry and artillery renders it probable that had Colonel Mitchell resorted to force, the men would have joined the revolted regiment, and therefore the course he adopted may be regarded as prudent. But the Indian Empire was won by rash and daring deeds."

After this brief *emeute* the sepoys remained quiet and continued to discharge their duties without any insubordination. So far indeed from attempting to break out again, they submitted a petition to the Governor-General offering to proceed to China or to serve anywhere on land or sea, if they were pardoned. Their previous insubordination could not, however, be overlooked, and, as a punishment, they were marched down to Barrackpore and there disbanded on 31st March.''

(Bengal District Gazetteers— Murshidabad, L. S. S. O'malley

6th April 1857—6 a.m. to 9 a.m.
34th Regiment Native Infantry Mess House
Barrackpore

WITNESS : Lieutenant Colonel S G Wheler, Commanding the 34th Regiment, Native Infantry.

By the Court :

Q. State to the Court what happened in the evening of the 29th of last month at the Quarter Guard of the 34th Regiment, Native Infantry.

A. Captian Drury called at my house, and inform me that there was a man, parading infront of the lines exciting the men to mutiny. I immediately proceeded with him to the lines calling upon the Brigadier whose was on my way; and reported the circumstance to him. On arriving at the lines, I found all the men there in rear of their kotes. At once went to the Quarter Guard; and on my way I saw the man waling up and down in front. It was reported to me and Captain Drury that Lieutenant Baugh the Adjutant and the Sergeant Major had both been wounded by the sepoy in endeavouring to arrest him. On arriving at the Quarter Guard I directed two or three men to load. Captain Drury suggested it will be better to order the whole guard to load, which I did. Then I directed the native officer to take his guard and secure the sepoy. He murmured and said "the men woun't go" I repeated two or three times to the native officer it is ("kukum hai") an order. He at last ordered the guard to advance. They did so six or eight paces and halted. The Native Officer returned to me, stating that none of the men would go on. I felt it was useless going on any further in the matter. Some one, a native in undress, mentioned to me that the sepoy in front is Brahmin, and that no one would hurt him.I considered it quite useless, and a useless, sacrifice of life to order an European officer with the guard, to seize him, as he would no doubt have picked off the European officer, without reveiving any assistance from the guard itself. I then left the guard and reported the matter to the Brigadier, who was standing in the street dividing the 34th and

43rd Regiment, NI on this Major General J B Hearsey came up and proceeded towards the 34th Regiment, Quarter Guard and a number of officers were with him. He rode up to the Quarter Guard, and directed them to advance. They did so for a few paces, when the Sepoy in front shot himself.

Q. After you ordered the guard to advance, and they halted, did the Native Officer ordered them to halt, or did they halt of their town accord?

A. I can not say, as I did not hear the order given.

Q. Did you give the order to lead through the Jemadar Commanding the guard, or did you give direct, from your self to the men?

A. I was not quite certain, but I think it was through the Jemadar.

Q. Was that order readily obeyed?

A. Yes, I believe it was.

Q. What is the court to understand by your last answer, in as much as you were a witness as to the manner of carrying out the order?

A. On re-considering, the order was sluggishly obeyed.

Q. What was the conduct of the Jemadar throughout, did he exert himself as he ought to have done?

A. Certainly not.

Q. Did the refusal of the guard to advance extend to the whole of the guard, or was there any exception?

A. I did not notice any exception.

Q. Have the Jemadar set a proper and determined example, do you think the men would have advanced on his order?

A. I do not think they would, that is, to seize the prisoner, or to touch him.

Q. When Major General J B Hearsey placed himself at the head of the guard, and ordered them to advance, did they obey his order at once, and did they show any hesitation during that advance?

A. They appeared to obey the order in starting off at once. After advancing a few paces., I noticed the rear rank begin to step short, and did not look uptill directed to do so by an officer who was mounted in the rear.

Q. Were there any young sepoys in the guard who were on guard duty for the first time on that day?

A. I cannot say.

Q Was there any other European officer present of your own Regiment except Captain Drury, when the guard refused to advance on your order?

A. I did not see any

The witness withdraws.

WITNESS : Captain Drury, 34th Regiment, Native Infantry, is called into the Court.

BY THE COURT

Q. State what happened on the evening of the 29th of Last month at the Quarter Guard of the 34th Regiment, Native Infantry?

A. I accompanied Colonel Wheler down to the lines, on reaching we saw Mungul Pandy parading upand down, at about 100 or 120 yds in front of the Quarter Guard with a musket in one hand and a talwar in the other. He kept calling out something; I could not understand what he said; he spoke in a defiant manner. Colonel Wheler first of all ordered part of the guard to load; I suggested that they should all load, that no individual distinction should be made under existing circumstances. The Colonel gave the order and the men loaded, after which the Jemadar of the guard took me aside and said he wanted to say something. He said; "It is no use, the men would not follow you, they would take the man's part." I pretended to poohpooh it saying, — "That was all nonsense, whatever orders the guard received they must obey." Colonel Wheler then ordered the guard to advance under the Jemadar; he murmured, but led the guard to some 10 paces to the front in an unwilling manner, when the guard halted, but whether by any word or sign from him, I cannot say, as he being on right of the guard, I could not see if he moved his hand or made any sign,. Matters seemed to be getting so serious that I suggested to Colonel Wheler that I should go and get a rifle somewhere and shoot the man, when I went up towards the line of the 34th Regiment, NI, to try and get one. At this moment Major General Hearsey rode down, accompanied by some officers. On his arrival on parade he rode up to the guard, who advanced with him some paces, when the man kenelt down and shot himself.

Q. Had the Jemadar set a proper and determined example, do you

think the men would have advanced on his order?

A. It is a difficult question to answer; but I think that none would have advanced at though, I much doubt whether they would have fired at, or injured him anyway.

Q. Did the Non-Commissioned Officer of the guard show the same reluctance as the others to advance when ordered?

A. I did not notice any one in particular, except the Jemadar he being a responsible person in command in the guard, but showed equal wavering and reluctance.

Q. What reason have you for thinking that, although the guard might have adcanced if properly lead, they would have refused to shoot Mungul Pandy?

A. I judged partly from what Jemadar told me, still more so, from their sulky and reluctant manner, also from their natural disinclination to kill a man of his caste and also from the fear of the opinion of their Comrades in the lines, as it is possible to say, *there being a very large proportion of Brahmins in the Regiment*; who were approving or otherwise of what the man was doing.

Q. Were there many men present on the occasion?

A. Almost all; they were clustering about in rear of the bell-of-arms.

Q. Were any of them instructed to do the duty in the Quarter Guard refused to do.

A. No; certainly not in my hearing.

Q. From what you saw of their manner and bearing on the occasion, do you think they would have obeyed an order to shoot Mungul Pandy?

A. I doubt it though individually I am certain there are members who were well affected; still I think the fear of consequences from their comrades would have deterred any one man from being the first to come forward on the occasion. I think the men distrust one another, and neither dare to or say anything tending to incriminate a comrade.

Q. How many Sikhs are there in your Regiment?

A. *79 by the last monthly return.*

Q. Had Colonel Wheler called them out would they have shot Mungul Pandy?

A. I really cannot say, I have the highest opinion of the Sikhs in every way. I donot think they are mixed up in this disturbances, but for the reason I stated above, and they being in such a minority. I think they would have feared to come forward. I think had volunteers been called for there would have been quite a slinking back of the men into their huts.

Q. Were there any young sepoys on duty at the Quarter Guard on that day, who were on duty for the first time?

A. There were one or two who joined from the last squad of recruits somewhere in the middle of last month. I cannot say whether they had been on duty before, but I think they must have been once or twice.

Q. Did you expostulate directly with any of the men of the guard at the time referred to?

A. No; I was on parade in a subordinate position, my Commanding Officer being there, and I had nothing to say to the guard.

The witness withdraws.

There being no more evidence to call the court closes its proceedings.

The Court adjourned at 9 am.

Sobha Singh, Sepoy, 6th Company, 34th Regiment, Native Infantry, a prisoner in the Quarter Guard 43rd Regiment, Native Infantry, voluntarily states as follows :

"*I was on duty on Sunday*, the 29th March 1857, in the afftemoon, I saw the prisoner Mungul Pandy, walking about the parade with a musket. I, and one or two others, asked the Jemadar if we should load. He said,"you take your orders from me".

"The Sergeant Major came up and asked for the Jemadar's sword as his own was broken. The Jemadar refused to give it., The Jemadar directly refused to let anyone go to rescue of theAdjutant, and said,"If you go at all, you must go by my orders." Before this the Jemadar had prohibited our seizing the Sepoy who was walking up and down the parade. One of the Sepoys of the Guard and of the Light Company, I think (I should know him if I were to see him), ran forward, and with the butt end of the musket, struck the Sergeant Major. The Jemadar did not order the Sepoy to attack the Sergeant Major, but did not stop him. The Sepoy and Shaik Pultoo both arrived about the same time. At one time; some sepoy of another Regiment was passing the prisoner, who called out, "If you do not give me some water from your lotah, I will fire at you." Havildar Mookta Pershad Pandy was standing by the bell-of-arms, but offered no assistance."

Sepoy Atma Singh, 6th Company, 34th Regiment, Native Infantry, voluntarily states as follows :

"I was on duty at the Quarter Guard on 29th March, while Sepoy Mungul Pandy came forward on the parade. The Jemadar shut the front door of the Quarter Guard, and assembled the guard in the rear. I, Sobha Singh with two others not Sikhs, offered to seize the prisoner, *but the Jemadar would not allow us*. After the Sergeant Major had *broken his sword he asked the Jemadar for his, which the Jemadar refused*. We offered to go to rescue of the Adjutant, but the Jemadar said, "When you get the orders from me, then you will go."

Taken by me, in the presence of Major H W Matthews, Commanding the 43rd Regiment, Native Infantry.

Sd/- **FEA CHARRIER**, *Ensign*
Quarter Master, 34th Regiment, Native Infantry.

TRIAL

MEDICAL EXAMINATION REPORT

I. James Allen. FRCS. Assistant Surgeon. 34th Regiment. Native Infantry. do hereby certify that Mungul Pandy. Sepoy No. 1446. 5th Company. 34 Regiment. Native Infantry. is in a fit state to undergo his trial this day.

PROSECUTION

1st WITNESS : Lieutenant and Brevet Colonel S G Wheler, Commanding, 34th Regiment, Native Infantry.

BY THE JUDGE ADVOCATE

Q. You commanded the 34th Regiment. Native Infantry?

A. Yes.

Q. On the 29th March last. did you go down to Quarter Guard of your Regiment?

A. Yes.

Q. Why did you go?

A. Captain Drury drove up to my house in the afternoon of that day. informing me that a man. had gone out in front, inciting the men to mutiny. I proceeded with him to the parade. the lines I mean.

Q. What did you observe there?

A. I observed the Sepoy in front. the prisoner. walking parallel with the lines in front of the Quarter Guard armed with a musket and sword. I proceeded in rear of the bell-of-arms to the Quarter Guard. I did so. as several men about told me that if I went in front of the bell-of-arms I would be shot. On arriving at the Quarter Guard. having been reported to me that the prisoner had wounded Lieutenant Baugh and the Sergeant Major. I directed three or four men of theQuarter Guard to load. They did load I then directed to whole of the guard to load. and ordered the native officer in command of the guard to seize the prisoner. He hesitated and said that the men would not touch the prisoner repeated the order two or three times. when he gave the or to advance. The guard did so a few paces. and then halted

he, the native officer, returned and said the men would not advance. As the Brigadier was on the parade, I went and reported matter to him. To the best of my recollection, the General came up to the flank of the 34th Regiment, and after a few words with Brigadier, he rode to the Quarter Guard accompanied by several officers who were present at that time. The General directed the native officer to bring his guard in front. They advanced few paces, the prisoner shot himself.

Q. Where was the Sepoy Mungul Pandy, during the occurence, and what was he doing?

A. He was walking up and down parallel to the parade with the lines, about a hundred yds, from the Quarter Guard.

Q. Did you heare him say anything?

A. He spoke something; but I could not distringuish what he said.

Q. Did you observe the Sergeant Major of the Regiment and Adjutant?

A. No.

Q. Has there been of late anything unusual in the state of some of the sepoys of this station?

A. Towards the latter end of January there was much talking amongst the sepoys, I understood generally, of the new cartridges being made of and in consequence they had an idea that we were going to make them Christians by force.

Q. Were any and what measures adopted by the Major General Commanding the Division, within your knowledge, to allow this feelings?

A. There was a general parade order on the 9th February of the whole of the troops off duty, at the station, when the General addressed them about the new cartridges paper.

Q. On the 29th March had any European troops arrived at this station?

A. A few were reported to be at the Ghat, the Flags Staff Ghat, at this station.

Q. Were not the 19th Regiment, Native Infantry, expected to arrive at that time in this station?

A. Yes.

Q. Was it made known to the native troops at this station for what purpose that Regiment was to be marched in?

A. At the General Parade, on the 18th March, the General informed the troops that the 19th Regiment, Native Infantry would be disbanded on account of what took place at Berhrampur.

The prisoner declined to cross examine.

The Court now rose and proceeded to the bunglow of the Sergeant Major, 43rd Regiment, Native Infantry, in order to take the evidence of Sargent Major J T Hewson 34th Regiment, Native Infantry, reported not to be in fit state to attend at the court, the prisoner and all parties being present.

2nd WITNESS : Sergent Major J T Hewson, 34 Regiment, Native Infantry.

BY THE PROSECUTOR

Q. What are your Christian names?

A. James Thornton.

Q. Will you state the occurrences of the 19th of March last ?

A. Between the hours of 4 and 6 on the 29th of March, the Naik of the 34th Regiment, Native Infantry, Emam Khan, No. 5 Company, came to my bunglow and reported Scpoy Mungul Pandy of No. 5 Company had armed himself with his musket loaded, and was walking about in front of the Quarter Guard. He said that Mungul Pandy had taken a quantity of "Bhang' an intoxicating drug. I ordered the Naik to report the circumstance to the Adjutant of the. Regiment. I then went on the parade dressed in uniform, and with my sword. On arriving in front of the Light Company's bell-of-arms, a Sepoy, regimentally dressed but with his "Dhotee". on, no pantaloons, with coat and belt, took deliberate aim and fired at me. The shot did not take effect. I then went in rear of the bell-of-arms towards the Quarter Guard, and on my way there called out to the guard to fall in. On arriving at the Quarter Guard, I found some of' the men dressing and some in dress. I spoke to the native officer, Jemader Issurec Pandy. in command of the Quarter Guard; I asked him why he did not arrest the scpoy. He said, "what can I do; my Naik is gone to the Adjutant; the Havildar is gone to the Field Officer, am I to take him myself?" I ordered him to fall in his guard and load. Some of the men grumbled; and he never insisted on the men loading or falling in. I then placed a

sentry on the right and the left of the Quarter Guard to watch Mungul Pandy. 1 saw Jemadar Gunncss Lalla, No. 5 Company and also Mookta Pershad Pandy, Colour Havildar, of No. 5 Company. Jemader Gunness Lalla spoke to Mungul Pandy. the prisoner now before me. I could not understand all he said, now repeat in in Hindustani. What I heard Gunness Lalla, the Jemadar, said was to give up his arms A little after I heard the sound of horse hooves and Lieutenant Baugh. the Adjitant. came riding up. The Adjutant called out — "Where is he?" Where is he? I called out to him to look to his left and then I said, "Sir, ride to the right for your life, the Sepoy will fire at you." I then saw Mungul Pandy, fire. The Adjutant's horse dropped. I saw him take aim. Lieutenant Baugh then dismounted and drew a pistol from his holster and fired at Mungal Pandy, the prisoner. The shot did not take effect from what I could see. The Adjutant then drew his sword and rushed towards Mungul Pandy, the prisoner. When I saw him to do so, I drew my sword and followed him, at the same time calling out to the guard to load and come on I believe we both camc up at the same time in front of the prisoner Mungul Pandy who made a cut with a "talwar" (Native sword) at me, but did not strike me. He struck the Adjutant. The next cut I recived myself from Mungul Pandy with his sword. At the same time I was knocked down from behind by one or two blows from a sepoy's musket. I could not recognise the features of the man who struck me. He was Regimentally dressed. On rising up I advanced again towards the prisoner and caught him by the collar of the coat with the left hand. I struck him several times with my sword and received another cut from his "talwar". I was again knocked down from behind and I remember being struck on the back and on the head when on the ground. The second time. I saw a number of Sepoys in front of the quarter Guard dressed. I also saw Lieutenant Baugh walking slowly towards the 34th Regiment, Native Infantry. lines, his jacket had much blood on it. I followed him. On coming near my bunglow, I heard foot steps behind me, and on turning round I saw Jemadar Issuree Pandy of Quarter Guard. I told him he had acted in a shameful manner, and that I would put him under arrest.. I tried to grasp his

sword, but he stepped back. His sword was in the scabbard. I then met my wife and step daughter, who brought me to the bunglow of the Sergeant Major 43rd. I there saw Lieutenant Baugh, and then saw his hand much cut.

Q. Did you hear Sepoy Mungul Pandy, the prisoner, say any thing when he was in front of the Quarter Guard?

A. Yes, "Nikul ao, Pultun, Nikul ao hamara sath" — 'come out, men; come out and join me' — you sent me out here, "why don't you follow me".

Q. When the sepoy fired at you, did you hear the sound of a bullet passing and striking anything?

A. I heard the sound of a bullet close.

Q. Was any effort what ever made by the Jemadar in command of, or men of, the Quarter Guard to come to your aid?

A. I had no assistance; the men who came struck me and Lieutenant Baugh once. I saw Lieutenant Baugh struck with a musket from behind.

Q. Did you hear any shot fired after you had gone out to the front with Lieutenant —Baugh?

A. Yes, from the direction of the lines behind me, quite close I think the shot passed between me and Lieutenant Baugh.

Q. At what distance did the affair occur from the Quarter Guard?

A. About thirty or forty yeards.

Q. How many men came up to where you and Lieutenant Baugh were?

A. When I left the place where I was struck down, there were seven or eight men. They were Regimentally dressed, and I believe they belonged to the Quarter Guard.

Q. Why do you believe they belong to the Quarter Guard?

A. When I left the Quarter Guard to assist Lieutenant Baugh, the Quarter Guard was dressed and the time was too short for other men to dress themselves and come out, and the men going on picquet wore blue pantaloons; these men had white pantaloons on. There was one man I recognised, but I could not send a word to him —Heera Lall Tewary of that Company, who struck me. He was on the Quarter Guard.

Q. Did you see any men of the Regiment assembled and looking

A. Yes, there was a great number looking on from between the bell-of arms, chiefly on the left, because three of the right wing companies have gone to Chittagong. ·

Q. Did any of these men come out to assist?

A. I did not see one. All the time I was out I kept my eye on the prisoner.

Q. Did you hear the Jemadar of the Quarter Guard or the men say anything when you were near them?

A. No, they were talking between themselves.

Q. How many sword cut did you reveive?

A. Two on the hand.

Q. Are you now suffering from these wounds?

A. Yes.

(The witness is very much exhausted, and is lying on the charpoy) The prisoner deelines to cross examine.

The Court, now, at 3 pm rise and proceeded to the Quarter of Lieutenant Baugh, Adjutant, 34th Regiment, Native Infantry, reported unstable to leave his Quarter; the prisoner and all parties being present.

3rd WITNESS : Lieutenant Baugh, Adjutant, 34th Regiment, Native Infantry.

BY THE PROSECUTOR

Q. You are Lieutenant Bempde Henry Baugh, and Adjutant 34th Regiment, Native Infantry?

A. Yes.

Q. Will you be so good as to state the occurrences of the 29th March last?

A. On Sunday week last at about 5 O'clock in the afternoon, the Havildar major of the Regiment came to my Quarter and reported that a Sepoy of the name of Mungul Pandy. No.5 Company had turned out in front of the Quarter Guard of the Regiment and fired at the Sergeant Major. I told the man to go and report the circumstance to Colonel Wheler, ordered my charger put on my uniform, and after having put a brace of pistols in the holsters, I galloped down as hard as I could to the Regimental Quarter Guard. I had scarcely pulled at the Quarter Guard when a shot

was fired,and my horse fell under me. As soon as I could disentangle myself, I drew a pistol from the left holster and on seeing the prisoner in the act of reloading I fired. He stopped loading. I immediately drew my sword, and rushed to secure him. I had proceeded halfway when the prisoner drew a "talwar". I looked back to see where my horse was, intending to get my other pistol, but saw that he was gone; so continued my advance and engaged the prisoner. After a conflict of about, perhaps, five or eight minutes a shot was fired close by; it came from the direction of Quarter Guard. On finding myself gradually getting hemmed in, I commenced retreating. During this time with the exception of Shaik Pultoo, Sepoy, Grenadier Company not a man either from the Regimental Quarter Guard or from the lines advanced to my assistance. Shaik Pultoo held the prisoner and enabled me to make my retreat good. I reached the Sergeant Major's bunglow of the 43rd Regiment. NI and from there was eonveyed by Captain Wiggins to Dr Allen's, to have my wounds dressed.

Q. How far from the Quarter Guard of the Regiment did this take place?

A. My horse was shot at about, I should say, eight or nine paces from the Quarter Guard of the Regiment, and the conflict took place. I should say, about forty or fifty paces.

Q. Did you reveive the wound in your neck also from the prisoner?

A. Yes.

Q. When you rode up, were many men standing in front and about the lines?

A. A great number.

Q. Did you observe whether any of the men who came up to you during the conflict were regimentally dressed?

A. I could not observe; I was so busilly engaged in warding off the prisoner's blows.

Q. Did the prisoner say anything when you were fighting with him?

A. Not that I recollect.

Q. Was your horse wounded with a bullet?

A. Yes.

Q. When your attention was first directed to the prisoner, where

did you see him?

A. He was to my left, about fifty yds from me, in front of the Quarter Guard.

The prisoner declines to cross examine.

The Court returns to their first place of assembly, the 34th Regiment, Mess House, the Court, Prisoner and Prosecutor all being present.

4th WITNESS : Drummer John Lewis, 34th Regiment, Native Infantry, is called into court and duly affirmed.

BY THE PROSECUTOR

Q. Were you on duty as bugler at the Quarter Guard of your Regiment at Barrackpore on Sunday, the 29th March last?

A. I was drummer of the guard.

Q. State what happened on that day at the Quarter Guard.

A. After 4 O'clock in the afternoon, the prisoner came towards the Quarter Guard, crying out where is the bugler. Upon seeing me, he told me to sound the assembly. I did not obey through fear. He then pointed his musket at me. I did not then obey him on seeing a sepoy near, he said to him, lowering his musket towards him, why are you not getting ready? It is for our religion." He remained there for sometime repeating the word "sound the assembly" when the Sergeant Major arrived after sometime, I saw from my place where I had sheltered myself that he fired his musket at the Sergeant Major who was advancing from the left wing. I heard the sound of the ball. About a quarter of an hour afterwards the Adjutant also arrived from the direction of the left wing. I saw the prisoner fire his musket at the Adjutant and hit the horse. The horse dropped, and the Adjutant disengaging himself, went towards the prisoner on foot, with a pistol in his hand. The Sergeant Major went also with him. The prisoner again fired his musket. I saw the prisoner also strike the Sergeant Major and the Adjutant with a sword.

Q. What did the Jemadar of the guard do all this time?

A. The Jemadar went towards the rear ground.

Q. When the conflict was going on between the Adjutant and Sepoy, where was the Jemadar of the Quarter Guard?

A. He was present in the Quarter Guard.

The witness appearing to the alarmed, is told not to be fightened.

Q. What did the Jemadar of the guard do while the fight was going on?

A. He was standing amongst his guard. He did nothing.

Q. Did you go up with the guard to the place where the fight was going on?

A. I did not go.

Q. Did any of the guard go?

A. I did not see any one go.

Q. Did Sepoy Heera Lall Tewary go or not?

A. I do not know him.

Q. Did the jemadar and men of the guard go to where the fight was going on?

A. No, he did not go with the guard.

The prisoner declines to cross examine.

BY THE COURT

Q. When Mungul Pandy, Sepoy came first to the guard, how near did he come up?

A. about some 13 paces.

Q. Where was the jemadar then?

A. I did not see him.

Q. Do you know where he was?

A. He was inside the Quarter Guard.

Q. Did anyone of the Quarter Guard attempt to secure the prisoner?

A. No one attempted.

Q. Did the Jemadar give any orders to secure the prisoner?

A. No, not any.

The witness withdraws.

5th WITNESS : Havildar Shaik Pultoo, 34th Regiment, Native Infantry, is called into court and duly affirmed.

BY THE PROSECUTOR

Q. On the 29th March you were a Sepoy in the Grenadier Company, were you not, and are now promoted to Havildar?

A. Yes, I am now Havildar.

Q. Relate what you saw on the parade on the afternoon of 29th

March last?

A. About half past three I had gone out to ease myself; and on returning to the lines, I observed Mungul Pandy in his coat and cap, and accoutrements and musket in his hand. He was shouting out — "Come out, you "Bhainchutes", the Europeans are here. From biting these cartridges we shall become infidels. Get ready, turn out all of you". He came out of his hut, — I saw him, — and ordered the bugler to sound the assembly. The two drummers hid themselves. The Sergeant Major came up, and the Sepoy then fired at him. The Sergeant Major said to the jemadar of the Quarter Guard — "See you have done nothing, and he has shot at me". Mungul Pandy was walking upand down in front of the Quarter Guard, about thirty paces off.

Q. Did you see the Adjutant come up?

A. Yes.

Q. What happened then?

A. The Adjutant came up and looked round him, and the Sepoy, Mungul Pandy, shot the horse in the left thigh.

Q. Did he take aim?

A. Yes

Q. What happened then?

A. The horse fell. The Adjutant then took a pistol out of one holster and said to me —"Shaik Pultoo, no one is assisting me, you come with me". We then advanced and the Sergeant Major also. On reaching the Sepoy struck the Adjutant with his sword wounded him in the hand, and Sergeant Major also on the head. The Sepoy struck them again. I then come upand caught him by the waist. He wounded me in the hand. The Adjutant and the Sergeant Major withdrew. The Sepoys in uniform struck the Adjutant and the Sergeant Major also, who fell down, with the butts of their muskets.

Q. Which Sepoys were they?

A. Sepoys of the quarter guard; they were in uniform.

Q. Do you know them?

A. No, I was twenty paces off. The Adjutant was retreating when they struck him.

Q. How many sepoys were there in uniform?

A. I saw four.

Q. Did you hear any shot fired while the Adjutant and Sepoy were fighting?

A. Yes, from the direction of the guard. The ball passed the Sergeant Major and the Adjutant.

Q. Did you see where it was fired from?

A. It came from behind me, and from the direction of the Quarter Guard.

Q. Was Sepoy Mungul Pandy in an excited state?

A. He eats "Bhang", I don't know if he had eaten any then.

Q. When the Adjutant and Sergeant Major retreated, what became of the Sepoy Mungul Pandy?

A. I had hold of him, I held him, untill the Adjutant had gone off the ground. I called out to the Jemadar of the guard,who was about thirty paces off, to send four sepoys to take charge of him.

Q. Did the Jemadar send Sepoys take charge of him?

A. No, not one.

Q. Did the Jemadar gave you any answer?

A. No, he was inside the Quarter Guard.

Q. When did you release the Sepoy?

A. When I could hold no longer. I was wounded.

Q. Did any sepoy interfere to make you let the man go?

A. Yes.

Q. Who were they?

A. Some from the Quarter Guard.

Q. Name them?

A. I do not know them. There was a crowd;they called out to me from inside the guard to let him go.

The prisoner declines to cross examine.

The witness withdraws.

The prosecution is closed.

FINDING : The Court find the Prisoner, Mungul Pandy, Sepoy, No. 1446, 5th Company, 34th Regiment, Native Infantry, guilty of both charges preferred against him.

The Court is reopened, and the prisoner brought before it Captain C C Drury, 34th Regiment, Native Infantry, is called and sworn.

BY THE JUDGE ADVOCATE

Q. Has the prisoner been warned that his former convictions and general character will be brought in evidence against him?

A. There are no previous convictions, he has been warned as to his general character.

Q. What is the priosner's general character?

A. Good.

Q. What is his age and length of service?

A. His age is 26th yrs 2 months and 9 days. His service is 7 yrs 2 months and 9 days.

The prisoner declines to cross examine.

The Court is closed.

SENTENCE : The Court sentence, the Prisoner Mungul Pandy, Sepoy No. 1446, 5th Company, Company, 34th Regiment, Native Infantry, to suffer death by being hanged by the neck, until he be dead.

Approved and confirmed

Sd/- **J B HEARSEY,** *Major General.*
Commanding, the Presidency Division

The 7th April, 1857
Barrackpore.

The Execution of Mungul Pandy, Sepoy, No. 1446, 5th company, 34th Regiment Native Infantry, will take place on the Brigade Parade tomorrow morning, the 8th instant, at half past 5 o'clock in presence of all the the troops off duty at the station.

The Court adjourned at 6-30 p.m.